NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

২ যুব শক্তিকে সংগঠিত করার বার্তা শমীক ভট্টাচার্যের

চাপ কমাতে বিকেলেও হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকবে! ২

কলকাতা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৩ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.02.2026, Vol.19, Issue No. 246, 8 Pages, Price 3.00

দুর্গাপুরের মেডিক্যাল কলেজে দেহ উদ্ধার ছাত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শনিবার রাতে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে এক মেডিক্যাল ছাত্রর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের হোস্টেলের বাথরুমে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছাত্রর মৃতদেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রীই কলেজের কাছে জঙ্গলে 'ধর্ষণে'র শিকার হয়েছিলেন।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মৃত ছাত্রটির নাম লাবণ্য প্রতাপ (২২)। বিহারের পাটনার বাসিন্দা এবং বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়া। শনিবার রাতে অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে হোস্টেলের বাথরুমে ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায়

দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ছাত্রটি হতাশায় ভুগছিলেন। জানা যাচ্ছে যে, ওই পড়ুয়া একটি সেমেস্টারের পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন, যা তাঁর মানসিক চাপের কারণ ছিল। তবে মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা নির্ধারণের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে।

একজন পুলিশকর্তার মতে, পরিবারকে ঘটনার কথা জানানো হয়েছে এবং তাঁরা দুর্গাপুরে পৌঁছনোর পর দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্টভাবে জানা যাবে। পুলিশ বর্তমানে ওই ছাত্রর সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে, একই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ওড়িশার এক ছাত্রী কলেজের কাছের একটি জঙ্গলে 'ধর্ষণে'র শিকার হয়েছিলেন। সেই মামলায় তাঁর সহপাঠী এবং বেশ কয়েকজন স্থানীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মামলাটি বর্তমানে দুর্গাপুর আদালতে বিচারাধীন। সেই ঘটনার আলোড়ন থিতিয়ে যাওয়ার আগেই এই রহস্যমৃত্যু ফের ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে সাড়া ফেলেছে।

রবিবার কলম্বোর মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ভারতের ঈশান কিষান।

ম্যাচ বয়কট করলেই কি লজ্জা এড়াত পাকিস্তান?

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি: কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ভারতীয় বোলারদের দাপটে কার্যত একতরফা হয়ে উঠল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। প্রেমদাসার ধীর পিচে ভারতের লড়াকু ১৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত ১১৪ রানে গুটিয়ে গেল সলমন আঘাদের ইনিংস। ৬১ রানে জয়ী সূর্যকুমার যাদবরা।

টসে জিতুক বা হারুক, সূর্যদের জয়ের পরিসংখ্যান বদলায় না। পাক অধিনায়ক সলমন টসে জিতে আশা করেছিলেন, রান তাড়া করা তুলনায় সহজ হবে। বাস্তবটা যে কতটা কঠিন, তা প্রথমে বোঝালেন ঈশান কিষান। পরে জসপ্রীত বুমরাহ-অক্ষর প্যাটেলরা। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের স্লো, স্পিন-সহায়ক পিচে ১৭৬ রান তাড়া করা মানে যে পাহাড়প্রমাণ চাপ মাথায় নেওয়া, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন বাবর আজমরা।

এদিনও করমর্দন হয়নি, টসের পর দুই দিকে হাঁটা লাগান দুই অধিনায়ক। তার পর ম্যাচের প্রথম ওভারে অভিষেক শর্মার উইকেট তুলে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন সলমনরা। আর শেষে এসে শুধুই হতাশা। ঠিক এশিয়া কাপের তিনটে ম্যাচের মতো। পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণ শুরু করেন সলমন আলি আঘা। তাঁর ঘূর্ণিতেই সাজঘরে ফেরেন পেটের সমস্যা কাটিয়ে দ্রুত একাদশে ফেরা অভিষেক শর্মা। হাইভোল্টেজ ম্যাচে শুরুতেই উইকেট হারালে চাপ বাড়ে, কিন্তু সেই চাপ একাই সামলে নেন ঈশান কিষান। দু'মাস আগেও যিনি জাতীয় দলে নিয়মিত ছিলেন না, তিনিই পাকিস্তানি বোলারদের ওপর ঝড় তুললেন। মাত্র ২৭ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ঈশান। শাহিন আফ্রিদি হোক বা শাদাব খান; কাউকেই রেয়াত করেননি তিনি। বল এসেছে, আর তা কখনও কভারের উপর দিয়ে, কখনও স্কোয়ার লেগে সীমানা পেরিয়েছে। ১০টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৪০ বলে ৭৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে ভারতের ইনিংসকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান তিনি। সাইম আয়ুবের বলে আউট হলেও আসল কাজটা করে গিয়েছিলেন ঈশান।

এরপর নজর ছিল বিতর্কিত অ্যাকশনের স্পিনার উসমান তারিক কখন আক্রমণে আসেন। ঈশান যখন ঝড় তুলছেন, তখন পাক অধিনায়ক তাঁকে আনেননি। ১১তম ওভারে বল হাতে নিয়ে প্রথম বলেই চার খেয়ে বরণ হল তাঁর। সূর্যকুমার যাদব শুরুতে আগ্রাসন দেখালেও, পরে রানের গতি ধরে রাখতে পারেননি। পিচ ছিল ধীর গতির, স্পিনারদের সহায়ক। ফলে মাঝের ওভারগুলোয় ভারতের রান তোলার গতি কিছুটা থমকে যায়। পরপর আউট হয়ে দলকে বিপাকে ফেলেন তিলক বর্মা ও হার্দিক পান্ডিয়া। তিলক এলবিডব্লু হন সাইমের বলে, আর তার পরের বলেই ক্যাচ তুলে ফেরেন হার্দিক। যেখানে ৮ ওভারে ৮০ রান উঠেছিল, সেখানে পরের ১০ ওভারে আসে মাত্র ৭০ রান। সূর্য ৩২ রান করে উসমানের বলেই ক্যাচ দেন। শেষ ওভারে কিছুটা গতি ফেরান রিঙ্কু সিং। চার-ছক্কায় দলকে ১৭৫ রানে পৌঁছে দেন। যদিও শেষ দুই বলে শিবম দুবে ও অক্ষর প্যাটেল আউট হওয়ায় রান আর বাড়েনি। তবুও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এক ইনিংসে এটিই সর্বোচ্চ সংগ্রহ।

বল করতে নেমে ভারত যে শুরুতেই ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে তুলে নেবে, তার আভাস মিলেছিল প্রথম ওভারেই। ভারতীয় ইনিংসের প্রথম ওভারে অভিষেক শর্মাকে ফিরিয়েছিলেন পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। তারই যেন যোগ্য জবাব দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। নিজের প্রথম ওভারেই তিনি ফেরান সাহিবজাদা ফারহানকে। হার্দিকের বল ব্যাটের কানায় লেগে সোজা চলে যায় রিঙ্কু সিংয়ের হাতে। প্রথম ধাক্কাতেই নড়বড়ে পাকিস্তান। এরপর মঞ্চে আবির্ভাব জসপ্রীত বুমরাহর। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই সাইম আয়ুব তাঁকে বাউন্ডারি মারেন। কিন্তু পরের বলেই জবাব; এলবিডব্লিউ আয়ুব (৬)। একই ওভারে ফেরেন অধিনায়ক আঘাও। বুমরাহর বল তুলে দেন হার্দিকের হাতে। মাত্র ৪ রানে সাজঘরে ফিরতেই ৩ উইকেটে বড় চাপে পড়ে পাকিস্তান। এর পর ৩৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে কার্যত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ভারতের হাতে চলে যায়। সেখান থেকে কিছুটা মরিয়া মনোভাব দেখিয়েছিলেন উসমান খান (৩১)। কিন্তু তা যেন একা কুম্ভের লড়াই। কারণ বিপরীতে শাদাব খান, মহম্মদ নওয়াজরা মাঠে আসা ও ড্রেসিংরুমে ফেরার ধারা বজায় রেখেছিলেন। তিলক বর্মা ফেরালেন শাদাবকে এবং কুলদীপের শিকার নওয়াজ। উসমানকে অক্ষর। বরুণ চক্রবর্তীর জোড়া আঘাতে ফাহিম (১০) ও আবরার (০) ফিরতেই ১০০-র আগেই ৯ উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারও পূর্ণ করতে পারেনি পাকিস্তান। ব্যাট হাতে ৭৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস এবং উইকেটের পিছনে দারুণ পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন ঈশান কিষান।

তারেকের শপথগ্রহণে ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেতা তারেক রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। রবিবার সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। আগামী মঙ্গলবার প্রথমে সাংসদদের এবং বিকেল ৪টে নাগাদ বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। রবিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই তথ্য জানান। আইন উপদেষ্টা বলেন, আগামী মঙ্গলবার সকাল ১০টায় এমপিদের শপথ হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী, খুব সম্ভবত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)

এএমএম নাসিরউদ্দিন শপথবাক্য পাঠ করাবেন। বিএনপির তরফে জানানো হয়েছে, বেলা সাড়ে ১১টা বা দুপুর ১২টার দিকে সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন করা হবে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যেরা শপথ নেবেন। আইন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন রাষ্ট্রপতি। এমতাবস্থায় জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

ওম বিড়লার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধী শিবিরের একাংশ। তাঁকেই বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথগ্রহণে নয়াদিল্লির প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানোর সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারও কারও মতে, পড়শি দেশে লোকসভার স্পিকারকে পাঠিয়ে আদতে দেশের বিরোধী দলগুলিকেই বার্তা দিতে চেয়েছে মোদী সরকার। রবিবার বিকেলে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের শপথগ্রহণে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিড়লা। বিবৃতিতে ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব এহং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি দুই দেশের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

তারেকের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাবেন কি না, তা নিয়ে দুই দেশেই কৌতূহল ছিল। বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' সরকারি সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছিল, ভারত-সহ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে ঢাকার তরফে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখ খোলেনি নয়াদিল্লিও। তবে নয়াদিল্লির একটি সূত্র মারফত দাবি করা হয়, মঙ্গলবার মুম্বইয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বনির্ধারিত একটি বৈঠক রয়েছে। তাই মোদীর ঢাকা সফর নিয়ে প্রশ্ন ছিলই। শেষমেশ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তারেকের শপথগ্রহণে থাকছেন লোকসভার স্পিকার বিড়লা। যদিও রবিবার সকাল পর্যন্ত সূত্রের খবর ছিল, প্রধানমন্ত্রীর হয়ে ঢাকায় তারেক রহমানের শপথে হাজির থাকতে পারেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর অথবা উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। কিন্তু বিকেলেই এই জল্পনা বদলে গেল। জানা গেল, জয়শংকর বা রাধাকৃষ্ণন নন, বিএনপির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা যাচ্ছেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

সৌজন্যের মিষ্টি বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই বাংলার সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বরাবরের। বিশেষত, ভোজনরসিক বাঙালির খাদ্যাভ্যাস এই সুসম্পর্কের বড়সড় ভিত। আম, ইলিশপ্রিয় 'আমবাঙালি'র হাত ধরে আগাগোড়া এগিয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্পর্কও। মাঝে দেড় বছর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনকে ঘিরে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পদ্মাপারে নবনির্বাচিত সরকারের আমলে সেই তিক্ততা ভুলে সম্পর্ক মধুর করতে উদ্যোগী এপার বাংলা। তারই প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহারস্বরূপ বাংলার মিষ্টি এবং ফুল পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকার গুলশনে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে সেই উপহার পৌঁছনোর খবর নিশ্চিত করেছেন মিডিয়া সেলের সদস্যরা। 'দিদি'র এমন উপহারে যথারীতি আবেগে ভাসলেন খালেদাপুত্র। 'তারেকভাই'কে তিনি ফোনও করেছিলেন বলে খবর।

শেখ হাসিনার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছিল বড় সুন্দর। উভয়ের মধ্যে দিদি-বোনের মতো ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল। দেখা হলে প্রশাসকের গাম্ভীর্য ছেড়ে একে অপরকে নিখাদ আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরেছেন, এই ছবি খুবই পরিচিত। কিন্তু ২০২৪ সালে বাংলাদেশে হাসিনা জমানা পতনের পর কূটনৈতিক কারণেই সেই সম্পর্কে ছেদ পড়ে। তবে সেই অধ্যায় এখন অতীত। বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে নতুন সরকার নির্বাচন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর জয় নিশ্চিত হতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'তারেকভাই' সম্বোধন করে এক্স হ্যান্ডলে শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করেছিলেন।

তারেকের শাসনকালে দুই বাংলার সুসম্পর্ক আরও গতি পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি ফোন করে তারেককে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এবার জানা গেল, এতেই থেমে থাকেননি 'দিদি'। কলকাতার বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের মাধ্যমে ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে ফুল এবং বাংলার মিষ্টি পাঠিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গুলশনে বিএনপি চেয়ারম্যানের দলীয় কার্যালয়ের তরফে মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমান এবং বিশেষ আধিকারিক মেহেদুল ইসলাম মেহেদির উপস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সেই উপহার পৌঁছেছে বলে খবর। বাংলার মিষ্টি পাঠিয়েই দুই বাংলার মধ্যে মমতা ফের 'মিষ্টি' সম্পর্কের ভিত গাঁথলেন বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। এর আগে হাসিনা আমলে বরাবর গ্রীষ্মে দু'দেশের মধ্যে আম বিনিময় হত। নিজের বাপেরবাড়ির পাড়ার বিখ্যাত হাঁড়িভাঙা আম হাসিনা উপহার হিসেবে পাঠাতেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। তারেকও একই পথে চলবেন কি? সেটাই এখন দেখার।

'যুবসাথী'র লাইনে কর্মপ্রার্থী যুবশক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থায়ী শিবিরে সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড়। রাজ্য সরকারের 'যুবসাথী' কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণ-তরুণীরা। কারও হাতে ফাইল, কারও চোখে অনিশ্চয়তার ছাপ। মাসিক আর্থিক সহায়তার আশায় এলেও অধিকাংশের কণ্ঠে স্পষ্ট; স্থায়ী কাজই তাঁদের প্রধান চাওয়া।

দমদমের এক আবেদনকারী বললেন, 'দু'চাকা চালাতে প্রতিদিন দু'লিটার তেল লাগে। কিছু আর্থিক সহায়তা পেলে অন্তত খরচটা সামলানো যাবে।' যাদবপুরের ইতিহাসে স্নাতকোত্তর এক তরুণীর কথায়, 'ডিগ্রি আছে, সুযোগ নেই। সামান্য টাকায় ভবিষ্যৎ গড়ে না, তবু উপায় না থাকায় এসেছি।' আর এক যুবক সরাসরি মন্তব্য করেন, 'ভাতা সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু কর্মসংস্থানই আসল সমাধান।'

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, নির্দিষ্ট বয়সসীমার বেকারদের জন্য এই উদ্যোগ। তবে লাইনে দাঁড়ানো বহু তরুণের অভিমত, আর্থিক অনুদান নয়, দক্ষতা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র তৈরি করাই সময়ের দাবি।

সমাজবিশ্লেষকদের মতে, শিক্ষিত বেকারত্বের চাপ এখন স্পষ্ট বাস্তব। সহায়তা প্রকল্প কিছুটা স্বস্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়া স্থায়ী সমাধান মিলবে না। শহরের শিবিরগুলির ভিড় সেই অমোঘ প্রশ্নটাই সামনে তুলে ধরছে।

এরই মধ্যে আবার 'যুবসাথী' প্রকল্পে ভাতার আবেদনকে ঘিরে রবিবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এদিন ব্লক অফিস চত্বরে সকাল থেকেই উপভোক্তাদের দীর্ঘ লাইন পড়ে। অভিযোগ, ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও হুড়োহুড়ি শুরু হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয়। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক যুবক পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি সামাল দিতে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

ঝাড়গ্রামে আবার 'যুবসাথী' শিবির পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। জেলার রবীন্দ্র পার্কে আয়োজিত ক্যাম্পে ফর্ম ফিলাপ প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন বীরবাহা। এদিন মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বেকার যুবক-যুবতীদের যে দেড় হাজার টাকা দিচ্ছেন, সেটিকে ভাতা হিসেবে না দেখে বিভিন্ন পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ ও ফি বাবদ সহায়তা হিসেবে দেখা উচিত। পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের সমালোচনা করে জানান, তারা অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কাজ কম করে।

ভোরবেলা কাটোয়া স্টেশনে দাউদাউ করে জ্বলল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: রবিবার ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকাই আতঙ্কের ছবি ধরা পড়ল কাটোয়া স্টেশনে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে কয়েকটি কামরা। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া স্টেশনে। জানা গিয়েছে, বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশনে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। আচমকাই তাতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সৌভাগ্যবশত, ঘটনাকালে বগি ফাঁকা থাকায় কোনও হতাহতের খবর নেই। দমকলকে খবর দেওয়া হলে দ্রুত দমকলের দু'টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভায়। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা গিয়েছে, কাটোয়া স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে শনিবার রাতে এসে দাঁড়ায় কাটোয়া-আজিমগঞ্জ ট্রেনটি। রবিবার সকাল ছ'টা পাঁচ মিনিটে ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ স্টেশনের যাত্রীরা দেখেন, ট্রেনে আগুন জ্বলছে। মাঝের একটি কামরা দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। ক্ষতি হয় পাশের দুই দিকের দু'টি কামরাতেও। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। ট্রেনে আগুন জ্বলতে দেখে স্টেশনের বাইরে বেরোনোর জন্য যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, 'হঠাৎ করেই ধোঁয়া উঠতে দেখি, তারপর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আমরা সবাই ভয় পেয়ে দূরে সরে যাই।'

প্রাথমিক সূত্রে খবর, সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। তবে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুনের খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে যে বগিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে ওই বগিটিকে তড়িঘড়ি আলাদা করা হয় এবং

আগুন নেভানো হয়। ঘটনাস্থলে আরপিএফ ও জিআরপি পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে। রেলের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। কয়েকটি পরিষেবা দেরিতে ছেড়েছে বলে জানা গেছে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

রবিবার দুপুরে ঘটনার তদন্তে হাওড়ার ডিভশনের এডিআরএম (প্রশাসনিক) উদয় কেশরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের দল কাটোয়ায় পৌঁছয়। এডিআরএম উদয় কেশরীর নেতৃত্বে ডিভিশনের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের আধিকারিক রেলওয়ে সেফটি এন্ড সিকিউরিটি-সহ মেকানিক্যাল বিভাগের আধিকারকগণ কাটোয়ার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা রেলের কামরায় শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল, সেই তত্ত্বকে সামনে রেখে তদন্ত শুরু করলেও তদন্তকারী দলের নজর কিন্তু প্ল্যাটফর্মে সিসি ক্যামেরার ফুটেজের উপর থাকে। পুড়ে যাওয়া কামরাটিকে কারশেডে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রেলের তরফ থেকে ঘটনাস্থলের ফোটো তোলা হয়। কীসের গাফিলতিতে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটল সেটাই খুঁজছে রেল।

এছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে, কাটোয়ায় ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কাটোয়া- আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে কামরায় আগুন লেগেছে দেখেও রেলের আপৎকালীন অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ করতে রেলকর্মীরা দেরি করলেন কেন? যদিও বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে কাটোয়া স্টেশন চত্বর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

CHANGE OF NAME

I, have changed my name from Sudip Sen to Sudiip Ranjan Sen son of Late Dilip Sen resident of HB-321 in Sector-III, P.S. South Bidhannagar, Kolkata-700106 by virtue of affidavit affirmed before the Metropolitan Magistrate, 6th Court, Kolkata dated 11.12.2019 Sudip Sen and Sudiip Ranjan Sen is the same and one identical person. This is also to record that I affirmed previously one Magisterial affidavit in this regard on 27.12.2013 and published in The Telegraph Calcutta on 02.01.2014, in the Bartaman on 02.01.2014 and in the Ananda Bazar Patrika on 09.01.2014 but the original Affidavit is not available with me.

LOST & FOUND

NOTICE is hereby given that **Share Certificate No(s) 408516 and 412006** for **5040 share(s)** bearing **distinctive nos. 411917479 – 411921078 (3600 shares)** and **1097152538 – 1097153977 (1440 shares)** of **BERGER PAINTS INDIA LTD.**, having its Registered Office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata- 700 017, registered in the name of **A AL RAMASAMY** has been lost.
I, have now applied to the Company for issue of **duplicate share certificate(s)** in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate(s) in lieu of said original share certificate(s), is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registers, **C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., 22-Bondel Road, Kolkata – 700 019**, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Name & Address of the Shareholder:
A AL RAMASAMY, B-4, Srinivasa Vihar, Old No-161, New No- 40, Luz Church Road, Mylapore, Chennai – 600 004.
Place: Chennai,
Date: 16.02.2026

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী দিপালী ঘোষ** স্বামী শ্রী গোবিন্দ ঘোষ, সাকিম আমনমৌরী, ইনছুড়া, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়া তাহার ০৭/০২/১৯৮৯ তারিখে **শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ** মহাশয়ার নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর., গোঘাট, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-555/ 1989 নং বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদা সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৬/২০০৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫১১/২০০৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী গোবিন্দ ঘোষ** পিতা ৺পান্নালাল ঘোষ, সাকিম আমনমৌরী, ইনছুড়া, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা আমনমৌরী, ১৩ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ১০৯ নং তথা হাল এল.আর. ২৬৬ নং কৃষি খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৭৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৩ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/০৭/২০০৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01447/2004 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী **মৃণাল কান্তি ঘোষ** পিতা ৺দুঃখ হরণ ঘোষ, সাকিম আমনমৌরী, ইনছুড়া, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ** পিতা ৺দুঃখ হরণ ঘোষ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার পূর্বে পরলোকগমন করায় আমরা তাঁহার বর্তমান উত্তরাধিকারী স্ত্রী/পুত্র/কন্যা **১)শ্রীমতী রিনা ঘোষ, ২)শ্রী মৃগাঙ্ক শেখর ঘোষ ও ৩)শ্রীমতী মৃদুলা ঘোষ**, মহাশয়/মহাশয়াগণ উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি -
১)শ্রীমতী রিনা ঘোষ, ২)শ্রী মৃগাঙ্ক শেখর ঘোষ ও ৩)শ্রীমতী মৃদুলা ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল **অরিজিৎ ঘোষ**, পিতা- তপন কুমার ঘোষ, সাং- মিত্র কম্পাউন্ড, স্টেশন রোড, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইং ২৯.০১. ২০২৬ তাং Additional District Sub Registrar, Garhbeta অফিসে I-329/ 2026 নং দলিলে মৌজা- এড়িয়ামারা, জে.এল নং-১৪৯, এল.আর খতিয়ান নং- ১০০, এল.আর ৪৭২ দাগে ০৩ শতক জমি আমমোক্তার **তপন কুমার ঘোষ**, পিতা- ৺ভাঙ্গর ভোলা ঘোষ এর নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল গত ইং ১৪.০৩.২০২৩ তাং Additional District Sub Registrar, Garhbeta অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত Book No.1 দলিল নং I-976/ 2023 রূপে লিপিবদ্ধ আছে। আমার উক্ত মক্কেল বি.এল এ্যান্ড এল.আর ও গড়বেতা-২ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তা হইলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন।
সুভাশীষ দে (এ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর

NOTICE

IN THE COURT OF THE LEARNED CIVIL JUDGE (JR. DIVN) 1ST COURT AT CHINSURAH, HOOGHLY
Title Suit No. 281 of 2025
Goutam Yadav, residing at Amratala Lane, P.O & P.S - Chinsurah, District - Hooghly, PIN - 712 101.... **Plaintiff**
Vs
Ashim Kumar Dutta & Ors. of Priyonagar, P.O- Chinsurah R.S, P.S- Chinsurah, District - Hooghly, PIN - 712 102 .... **Defendants**
It is hereby notified for general information of the public that the above mentioned suit has been filed by the plaintiff under Order I Rule 8 of the C.P.C, 1908 with the permission of the Learned Court in a representative capacity on behalf of themselves and all other persons having the same interest.
The suit relates to the property being a piece and parcel of the land measuring about 0.227 acre more or less out of total 0.242 acre more or less comprised in R.S Dag No. 3518 corresponding to L.R dag No. 5040 AND a piece and parcel of Bastu land measuring about 0.232 acre more or less out of 0.261 acre more or less comprised in L.R dag No. 5041 appertaining to R.S Khatian No. 3024 corresponding to L.R Khatian No. 2071 in mouza - Chinsurah, J.L No. 20, Holding No. 89/86, at Town Guard Road, P.O & P.S - Chinsurah, District - Hooghly, within Ward No. 19, within Hooghly - Chinsurah Municipality along with a two storied building thereon named as 'DUKE CLUB' Registration No. S/ 9612, having its office at Town Guard Road, P.O & P.S - Chinsurah, District - Hooghly, PIN - 712 101.
Any person having the same interest in the matter may, if so advised, apply to the Learned Court to be impleaded or may raise objections within 30 days from the date of publication of this notice, failing which, they shall be bound by the decree passed in the said suit.
Soumitra Chakraborty
Sheristadar
Civil Judge (Jr. Divn) 1st Court at Chinsurah.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১) শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস** স্বামী স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র দাস, **২) শ্রী গৌর দাস, ৩) শ্রী প্রশান্ত দাস, ৪) কনিকা দাস, ৫) মনিকা দাস**, ২-৫নং এর পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সকলের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-১, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05510/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **১) শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা ৺ গোপাল চন্দ্র দাস ও **২) শ্রী তন্ময় দাস** পিতা শ্রী গৌর দাস উভয়ের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অনুরূপ ভাবে **১) শ্রীমত্যা তপতী দাস** স্বামী ৺ চন্দন দাস, ২) সুমিতা দাস পিতা ৺ চন্দন দাস, **৩) অয়ন্তিকা দাস** পিতা ৺ চন্দন দাস, সকলের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণ বিগত ইং ০১/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08931/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **শ্রী প্রশান্ত ধর,** পিতা ৺ প্রাণেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তারগণ **১) শ্রী সুশান্ত দাস, ২) শ্রী তন্ময় দাস ও ৩) শ্রী প্রশান্ত ধর** উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং উক্ত **শ্রী সুশান্ত দাস** স্বয়ং ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তফসীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05811/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সুধা মুদালিয়ার**, স্বামী দিলীপ মুদালিয়ার সাকিম বালিকাটা শীতলা মন্দির, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ২ কাঠা ৫ ছটাক ২৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তফসীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৪২৭১, ৪২৭২, ৪২৭৩, ৪২৭৪, ৪২৭৫, ৪২৭৬, ৪২৭৭, ৪২৭৮ ও ৪২৭৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩০৬ তথা হাল এল.আর. ৩৩০ নং দাগে বাগান জমি ২ কাঠা ৫ ছটাক ২৯ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সুধা মুদালিয়ার**, স্বামী দিলীপ মুদালিয়ার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই ফেব্রুয়ারি । ৩রা ফাল্গুন । সোমবার । চতুর্দশী তিথি সন্ধ্যা ৫/৩০, পরে অমাবস্যা। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(শুভ কর্ম অক্ষয় মৌনী স্নান।
সাধক শ্রেষ্ঠ শ্রী শ্রী বামাক্ষ্যাপার আবির্ভাব তিথি।
অমাবস্যা র নিশী পালন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
 অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

রোগীদের চাপ কমাতে বিকেলেও হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিকেলেও খোলা থাকবে সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে রোগীদের চাপ কমাতে এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে সুপার স্পেশ্যালিটি, স্টেট জেনারেল ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বহির্বিভাগ খোলা থাকবে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। শুরুতে প্রায় ৮৫টি সরকারি হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু হবে। এর মধ্যে রয়েছে ৭১টি সুপার স্পেশ্যালিটি, স্টেট জেনারেল ও মহকুমা হাসপাতাল এবং ১৪টি জেলা হাসপাতাল।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও বিভাগে অন্তত চার থেকে পাঁচ জন চিকিৎসক থাকলেই সেখানে বিকেলের আউটডোর চালু করা হবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জেলায় প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য হাসপাতালেও ধাপে ধাপে বিকেলের আউটডোর চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এতে দিনের আউটডোরে রোগীর চাপ কমবে এবং চিকিৎসার মানও উন্নত হবে। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালের আউটডোর সাধারণত সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকে। এই সময় রোগীর ভিড় এতটাই বেশি থাকে যে চিকিৎসকেরা অনেক সময় একজন রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। ফলে বিকেলের আউটডোর চালু হলে রোগী দেখার সময় বাড়বে এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

যুব শক্তিকে সংগঠিত করার বার্তা শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে যুব সমাজের মধ্যে সংগঠন আরও বিস্তৃত করার ওপর জোর দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। যুব মোর্চার নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণার পর কর্মীদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন; তরুণদের কাছে পৌঁছতে হলে মাঠে নামতেই হবে। শমীকের কথায়, যুব সমাজই আগামীর চালিকাশক্তি। তাঁদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও উদ্বেগকে গুরুত্ব না দিলে রাজনৈতিক লড়াই অর্থহীন। তিনি আরও বলেন, সংগঠন মানে শুধু পদ নয়, দায়িত্ব। প্রত্যেকে নিজের এলাকায় নেতৃত্বের পরিচয় দেবে;এই প্রত্যাশাই রাখি। নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ডা. ইন্দ্রনীল খান। সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন অরুণ শাহ, প্রিয়াঙ্কা শর্মা, গোপাল গায়ালি, উত্তম অধিকারী, সমীর রায়, সপ্তর্ষি সরকার ও সুরঞ্জন সরকার। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে অমিত সামন্ত, কুন্দন সাহ, অঙ্কিত দেব ও আশিস বিশ্বাস। সম্পাদক পদে রয়েছেন রমেশ পরামানিক, মুকুন্দ ঝা, অঙ্কিতা বিশ্বাস, রাজ চৌধুরী, সমীরণ দাস, শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ সাহা। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন তমাশা চট্টোপাধ্যায়। দপ্তর সম্পাদক অপূর্ব দত্ত, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মনোজিত হালদার। সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ প্রিয়ন্তী রায়, আইটি ইনচার্জ বিবেক শর্মা এবং মিডিয়া ইনচার্জ অভিমন্যু ভার্মা। সভাপতি ডা. খান বলেন, আমরা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর;সব জায়গায় যুবদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলব। তাঁর সংযোজন, যুব মোর্চা হবে পরিবর্তনের শক্ত ভিত। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে যুবমোর্চা সক্রিয় করতেই এই বার্তা।

ব্যারাকপুরে বৃদ্ধ খুনে অভিযুক্তকে পুলিশ, আইনজীবীদের একাংশ সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর মণিরামপুরে ৮১ বছরের বৃদ্ধ খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে পুলিশ ও আইনজীবীদের একাংশ বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন। রবিবার সন্ধেয় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। খুনে ধৃত কাউন্সিলরকে এভাবে সুবিধা পাইয়ে দেবার অভিযোগ তুলে তিনি এবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, দল থেকে ওনাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অথচ কাউন্সিলর কিংবা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পদ থেকে ওনাকে সাসপেন্ড করা হয়নি। তার মানে, আইওয়াশ করার জন্যই ওনাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পদ্মশিবিরের লড়াকু নেতার অভিযোগ, খড়দা থানায় পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন আইনজীবীদের একাংশ বহাল তবিয়তে ওনার সঙ্গে দেখা করছেন। দেশের কোন আইনে পুলিশি হেপাজত থাকাকালীন কোনও আসামীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে

পারেন, সেটা তিনি জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে একপ্রকার আইন, আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা আইন কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, পুলিশ হেপাজতে থাকার ছয়দিন বাদে হঠাৎ করে ওনার নাকি পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জেল কিংবা পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর সময় পেটে ব্যথা দেখা দেয়। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও পেটে ব্যথা নিয়ে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সুতরাং এভাবেই সুযোগ নিচ্ছেন খুনে অভিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাক্তন সাংসদের আশঙ্কা, তদন্ত ছাড়াই যদি চার্জশিট জমা পড়ে কিংবা উনি জামিন পান। তাহলে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে গণধোলাই খাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁর দাবি, এই ধরনের খুনের ঘটনায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশি হেপাজত থাকাকালীন আইনজীবীরা কিংবা বাড়ির লোকজন দেখা করতে পারেন কিনা। তাছাড়া আদালতের নির্দেশ ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা যায় কিনা, এসব বিষয় তিনি উচ্চ আদালতে তুলে ধরতে চান।

১ মার্চ থেকে ইউটিএস বন্ধ, রেলওয়ানেই মিলবে টিকিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নিত্যযাত্রীদের জন্য বড়সড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পথে হাঁটছে ভারতীয় রেল। আগামী ১ মার্চ থেকে আর ইউটিএস মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটা যাবে না। তার বদলে চালু হচ্ছে একক সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম 'রেলওয়ান' অ্যাপ, যেখানে অসংরক্ষিত থেকে সংরক্ষিত; সব ধরনের টিকিট পরিষেবা মিলবে এক ছাতার তলায়।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, ধাপে ধাপে পুরনো অ্যাপের পরিষেবা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন নিবন্ধন, সিজন টিকিট নবীকরণ কিংবা প্ল্যাটফর্ম টিকিট; সবই ইতিমধ্যে স্থগিত। এক আধিকারিকের কথায়, যাত্রীদের সুবিধা বাড়াতেই পরিষেবাগুলি একত্র করা হচ্ছে। এতে সময় ও প্রক্রিয়া দু'দিকেই স্বচ্ছতা আসবে। নতুন অ্যাপে টিকিট বুকিংয়ের পাশাপাশি ট্রেনের লাইভ অবস্থান, পিএনআর যাচাই, বাতিল ও অর্থফেরত সংক্রান্ত সুবিধা মিলবে। খাবার অর্ডার থেকে অভিযোগ জানানো; সব ব্যবস্থাই থাকবে ডিজিটাল পরিকাঠামোয়। রেলকর্তার বক্তব্য, একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবা আরও সহজ ও দ্রুত করা আমাদের লক্ষ্য। ইউটিএসের আর-ওয়ালেটে থাকা অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন অ্যাপে স্থানান্তরিত হবে বলেও জানানো হয়েছে। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে এই রূপান্তর বলে জানিয়েছে রেল।

প্রান্তিক চাষিদের জন্য হিমঘরে আলু রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১ মার্চ থেকে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলু তোলার কাজ শুরু হচ্ছে। ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য মোট সংরক্ষিত জায়গার ৩০ শতাংশ প্রথমে বরাদ্দ রাখা হবে বলে জানিয়েছে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। 'আগে এলে আগে' ভিত্তিতে ওই জায়গা পাওয়া যাবে। এক জন চাষি সর্বোচ্চ ৩৫ কুইন্টাল বা ৭০ বস্তা পর্যন্ত আলু রাখতে পারবেন।

রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, প্রতি বছরই আলু তোলার মরশুমে চাষিদের জন্য হিমঘরে জায়গা রাখা হয়, যাতে ফসল কাটার পরে সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা যায়। গত বছর সংরক্ষিত জায়গার পরিমাণ ২০

শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছিল, যাতে আরও বেশি সংখ্যক ছোট ও প্রান্তিক চাষি তাঁদের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ করতে পারেন। সম্প্রতি দপ্তরের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, জেলাশাসকেরা সংশ্লিষ্ট জেলায় এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন দেখভাল করবেন। ২০ মার্চ পর্যন্ত ব্লক ও জেলা স্তরে নিয়মিত পর্যালোচনা হবে এবং সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে হিমঘরে আলু তোলার কাজ নির্বিঘ্ন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ২০ মার্চের পর সংরক্ষিত জায়গার যে অংশ খালি থাকবে, তা হিমঘর মালিকেরা নিজেদের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে মালিকদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। যদিও সাধারণ জায়গায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অন্য চাষি বা ভাড়াটেরাও আলু সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শিবরাত্রি উপলক্ষে ভূতনাথ মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

চাঁদপুরের বাছার পাড়ায় অবস্থিত শ্রী শ্রী নর্মদেশ্বর মহাদেব মন্দির শিবরাত্রি উপলক্ষে পুজো করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

খিদিরপুর (মনসাতলা) নর্মদেশ্বর শিবমন্দির নবরূপে উদ্বোধনের পর চলছে পুজো।

বরানগরে ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে মারধরের অভিযোগ, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: বরানগরে এক ইন্টেরিয়র ডিজাইন ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম সুদীপ্ত ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, এলাকারই এক তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত ও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিকভাবে হেনস্তা ও মারধর করে। ঘটনার পর গুরুতর আতঙ্কিত অবস্থায় তিনি বরানগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বরানগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ রাহুল যাদব ও আয়ূষ কুন্ডু নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতদের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও কারও নাম উঠে আসে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগতে পারে বলেই উত্তেজনা বাড়ছে এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

উড়ালপুলের নিচ থেকে পুলিশকর্মীর ছেলের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: উড়ালপুলের নিচে পড়ে পুলিশকর্মীর ছেলের রক্তাক্ত দেহ। উড়ালপুলের উপরে পড়ে বাইক। ৯ ফুট নিচে দেহ। কী করে যুবক নিচে পড়লেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা।

রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের গৌরীহাট সংলগ্ন ফ্লাইওভারে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন যুবক। তবে প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।

মৃত যুবকের নাম রাজ থাপা। বয়স ৩৬ বছর। তিনি পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর বাবা পুলিশকর্মী। রাজ জলপাইগুড়ি শহরের নয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে বাইকে জলপাইগুড়ি ফিরছিলেন রাজ। সূত্রের খবর, ভোর ৪টে নাগাদ দেখা যায় উড়ালপুলের উপরে পড়ে রয়েছে তাঁর বাইক। নয় ফুট নিচ থেকে দেহ উদ্ধার হয়। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, পেছন থেকে দ্রুতগামী কোনও গাড়ির ধাক্কায় নিচে পড়ে যান যুবক। তাতেই মৃত্যু। দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় লিখেছেন যে, বাংলা সংগীত জগতের নক্ষত্র, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তাঁর অসামান্য কণ্ঠ আজও বাঙালির মননে ও আবেগে মিশে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করতে পেরে গর্বিত বোধ করি। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র একজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ছিলেন না, ব্যক্তিগতভাবে, তিনি ছিলেন আমার বড় দিদির মতো - এক পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় এবং ভালোবাসার জায়গা। তাঁর সঙ্গে কাটানো দীর্ঘ সময়, অজস্র আলাপচারিতা আজও আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল। বাংলা গানের আকাশে তিনি ধ্রুবতারা হয়ে থাকবেন ঠিকই, কিন্তু আমার কাছে তিনি চিরকাল রয়ে যাবেন আমার সেই প্রিয় মানুষটি হিসেবে, যাঁর অভাব কোনওদিন পূরণ হওয়ার নয়।

একদিন
আমার শহর
৩
কলকাতা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৩ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার

মার্চে ব্রিগেডে পরিবর্তনের ডাক, দোলের পর পথে নামবে বিজেপি

সমাবেশে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে গতি আনতে মার্চ মাসেই ব্রিগেড সমাবেশের ছক কষছে বঙ্গ বিজেপি। দলের শীর্ষ সূত্রের খবর, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও নির্ধারিত হয়নি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন সাংগঠনিক অঞ্চল থেকে দোলের পরপরই 'রথযাত্রা' কর্মসূচি শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই যাত্রাপথের সমাপনী হবে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে। দলীয় এক নেতা বলেন, গ্রামের ভিতর থেকে শহরের কেন্দ্রে বার্তা পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচি। ব্রিগেড হবে তার চূড়ান্ত প্রদর্শন। পরীক্ষার মরশুম কাটতেই মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে একাধিক জনসভায় অংশ নেবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও বড় সভার ভাবনা

রয়েছে। এদিকে, ২৯৪টি আসনকে সামনে রেখে জেলাগুলি থেকে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। রাজ্য নেতৃত্ব তা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত তালিকা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেবে। সল্টলেকে দলের কার্যালয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, সহ-পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে রথযাত্রা, ব্রিগেড সমাবেশ ও প্রার্থী নির্বাচনের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে পরীক্ষার মরশুম শেষ হলেই মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে পুরোদমে প্রচারে নামতে চাইছে গেরুয়া শিবির। মোদী-শাহদের একাধিক জনসভা রয়েছে বাংলায়। চলতি মাসের মধ্যেই জেলাগুলি থেকে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম নিয়ে দিল্লিতে পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা আসনের জন্য মূলত তিনটি করে নাম জেলা স্তর থেকে রাজ্য দপ্তরে আসবে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও এবার বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি।

অ্যান্টিবায়োটিকের লাগামছাড়া সেবন শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাধারণ জ্বর বা সংক্রমণ; যা একসময় কয়েক দিনের ওষুধেই সেরে যেত;এখন অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার ব্যবহারে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত বাড়ছে বলে সতর্ক করল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ। সংস্থার মতে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা এএমআর ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে। কলকাতা ও জেলাস্তরের হাসপাতালগুলির চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতাও একই কথা বলছে। নিউমোনিয়া, মূত্রনালির সংক্রমণ কিংবা অস্ত্রোপচারের পরবর্তী জটিলতায় বহু প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক আর কার্যকর হচ্ছে না। ফলে রোগীর হাসপাতালে থাকার সময় ও চিকিৎসা ব্যয়; দুই-ই বাড়ছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক নারায়ণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অনেকেই পূর্ণ কোর্স শেষ করেন না। গুরুতর না হলে শক্তিশালী ওষুধ শুরু করা উচিত নয়। তাঁর মতে, পরীক্ষাগারভিত্তিক চিকিৎসা অবকাঠামো সব জায়গায় সমান নয়, তাই অনেক সময় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধ দিতে হয়; কিন্তু সেটি যেন ব্যতিক্রমই থাকে। চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের বক্তব্য, এভাবে চলতে থাকলে সাধারণ সংক্রমণও প্রাণঘাতী হতে পারে। কড়া নজরদারি ও স্পষ্ট নির্দেশিকা দরকার। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, রোগী, চিকিৎসক ও ওষুধ বিক্রেতা; সবার সচেতন পদক্ষেপই এই নীরব সঙ্কট ঠেকানোর একমাত্র পথ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার। সর্দি-কাশি বা ভাইরাল সংক্রমণের ক্ষেত্রেও অনেক সময় রোগীরা নিজেরাই ওষুধের দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাচ্ছেন। আবার প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে ওষুধ। চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, কিছু ফার্মাসিস্টও অযথা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রক ইতিমধ্যেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে। এখনই সচেতনতা না বাড়ালে ভবিষ্যতে সাধারণ সংক্রমণও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

আজ শুরু পুর বাজেটের আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বোর্ডের শেষ বাজেট পেশ করলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রস্তাবিত বাজেটে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ৫৭৯১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা, আর ব্যয়ের অঙ্ক ৫৯০২ কোটি ৪৩ লক্ষ। অর্থাৎ ১১১ কোটির ঘাটতি থাকলেও অধিকাংশ পরিষেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে জনমুখী বার্তা দিতে চেয়েছে শাসক বোর্ড। জল, নিকাশি ও রাস্তা; এই তিন অবকাঠামো খাতে সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যেও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বস্তি উন্নয়ন, আলোকায়ন ও উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণেও বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংযোজন করা হয়েছে, যদিও সামাজিক খাতে বরাদ্দ সামান্য কমেছে। কাউন্সিলর এলাকা উন্নয়ন ও বোরো তহবিলে বরাদ্দ অপরিবর্তিত।

আয়ের ক্ষেত্রেও উচ্চতর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে পুর প্রশাসন। সম্পত্তি কর আদায় বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিল্ডিং, নিকাশি ও বর্জ্য খাত থেকে আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনাও রয়েছে। পুরনিগমের এক আধিকারিকের দাবি, নাগরিকদের উপর বাড়তি বোঝা না চাপিয়ে রাজস্ব বাড়ানোর রূপরেখা তৈরি হয়েছে। জনস্বার্থই আমাদের অগ্রাধিকার, তাই বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনভিত্তিক বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ থেকে বাজেট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

'ডোমিসাইল' আবেদনের ৯০ শতাংশ নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রস্তুতির মাঝেই বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রের দাবি, স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত যে শংসাপত্র জমা পড়েছে, তার প্রায় ৯০ শতাংশই বিধিসম্মত নয়। ফলে বিপুল সংখ্যক আবেদন খারিজ হতে পারে এবং বহু নাম তালিকা থেকে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ আগেই স্পষ্ট করেছিল, নির্দিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকের স্বাক্ষরিত নথিই কেবল গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তদন্তে উঠে এসেছে, বহু ক্ষেত্রে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের বাইরে থেকে জারি করা কাগজপত্র দাখিল হয়েছে। এক

নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, যাচাই প্রক্রিয়ায় অসংগতি ধরা পড়েছে। নিয়ম ভাঙলে নাম বাদ পড়বেই। অন্য এক কর্তা জানান, ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষাই আমাদের অগ্রাধিকার। প্রয়োজন হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, কেবল আবেদনকারীরাই নন, বেআইনিভাবে শংসাপত্র প্রদানকারীরাও নজরদারির আওতায় আসতে পারেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে নির্বাচনের আগে বড়সড় প্রভাব পড়বে রাজ্যের ভোট অঙ্কে। কমিশনের কড়া অবস্থানে স্পষ্ট বার্তা; নথি জালিয়াতি বা বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোনও রেয়াত নয়। এখন নজর, শেষ পর্যন্ত কতজনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় টিকে থাকে।

গোলপার্ক কাণ্ডে আজও অধরা মূল অভিযুক্ত সোনা পাপ্পু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক চত্বরে সংঘর্ষের পর কেটে গিয়েছে দু'সপ্তাহ। তবু ঘটনার কেন্দ্রে থাকা বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। ঘটনায় মোট ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ইতিমধ্যেই জামিনে মুক্ত। ফলে তদন্তের গতি ও প্রস্তুতি নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, কেস ডায়েরিতে যে তথ্য পেশ করা হয়েছে, তার সঙ্গে লিখিত অভিযোগের সাযুজ্য খুঁজে পাননি বিচারক। পর্যবেক্ষণে উল্লেখ, শুধু অশান্তির অভিযোগ হেপাজতের যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। অস্ত্র উদ্ধারের ঘাটতি নিয়েও আদালতে প্রশ্ন ওঠে। অভিযুক্তদের আইনজীবীর দাবি, প্রামাণ্য উপাদান হাজির করতে না পারলে আটক রাখার ভিত্তি কোথায়?

নতুন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার শুরুতেই কড়া অবস্থানের বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ হাতে এলে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক হবে। যারা ঘটনাস্থলে ছিল না, তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শাসক শিবিরের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সোনা পাপ্পুর গ্রেপ্তারি না হওয়ায় বিরোধীরা সরব। এক বিজেপি কাউন্সিলরের মন্তব্য, গুলি-বোমার অভিযোগে নাম জড়িয়েও যদি সহজে জামিন মেলে, তা হলে তদন্ত কতটা দৃঢ়? জবাবে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র বলেন, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে, কেউ রেহাই পাবে না। এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্ন এখন একটাই; মূল অভিযুক্ত ধরা পড়বে কবে?

হাতিয়াড়া ফ্ল্যাটে অবৈধ টেলিকম চক্রের হদিশ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব পরতিবেদন, কলকাতা: প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ও ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণের জোরে বড়সড় বেআইনি টেলিকম চক্রের হদিশ পেল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট-এর গোয়েন্দা শাখা। গোপন খবরের সূত্র ধরে হাতিয়ারার একটি বহুতলের পাঁচতলার ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে একাধিক সিমের বক্স ও বিপুল পরিমাণ সিমকার্ড। ঘটনাস্থল থেকেই ধরা পড়েছে আবির শেখ ওরফে মনিরুল ইসলাম সাজিব নামে এক ব্যক্তি। তদন্তকারীদের দাবি, বাইরে থেকে সাধারণ আবাসনের মতো দেখালেও ভেতরে চলছিল আন্তর্জাতিক কল রাউটিংয়ের গোপন কারবার। বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে বিদেশি ভিওআইপি কলকে দেশীয় কল হিসেবে দেখিয়ে ভারতীয় নেটওয়ার্কে পাঠানো হত। এতে সরকারি রাজস্বে বড়সড় ক্ষতি হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। একই সঙ্গে নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।

হানায় উদ্ধার হয়েছে ৯টি সিম বক্স ডিভাইস, আড়াই হাজারের বেশি সক্রিয় সিম, একাধিক মোবাইল হ্যান্ডসেট, রাউটার ও টেলিকম সরঞ্জাম। জেরায় ধৃত ব্যক্তি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে সূত্রের খবর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তদন্তকারী বলেন, এই ধরনের অবৈধ অপারেশন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও হুমকি তৈরি করতে পারে। চক্রটির পেছনে বৃহত্তর আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন বিধাননগর কমিশনারেটের আধিকারিকরা।

দেবাদিদেবের আরাধনা...। খিদিরপুরে ভূকৈলাস শিবমন্দিরে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

সীমান্ত ইস্যুতে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব প্রতিবেশী দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ফলাফল ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। রবিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা একাধিক কেন্দ্রে নির্দিষ্ট একটি দলের সাফল্য ভারতের পূর্ব সীমান্তে কৌশলগত চাপ তৈরি করতে পারে। তাঁর বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গকে নিরাপত্তা প্রশ্নে আপসহীন হতে হবে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, সীমান্তে পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মিলছে না। তিনি বলেন, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাজ দ্রুত শেষ করতে প্রশাসনিক সমর্থন অপরিহার্য। নিরাপত্তা নিয়ে টালবাহানা চলতে পারে না। তাঁর আরও সংযোজন, অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া অবস্থান না নিলে ভবিষ্যতে বড় সমস্যার মুখে পড়তে হবে। শিলিগুড়ি করিডরের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি সতর্ক করেন, উত্তর-পূর্বের সঙ্গে দেশের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করা ছাড়া বিকল্প নেই। বিরোধী দলনেতার কথায়, ভোটের সমীকরণ নয়, জাতীয় স্বার্থই হওয়া উচিত একমাত্র অগ্রাধিকার। তিনি এও দাবি করেন, আদালত অতীতে সীমান্ত সংক্রান্ত জমি হস্তান্তর নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। আইন যা বলেছে, তা মেনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, মন্তব্য তাঁর। শাসক শিবির অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, সীমান্ত রক্ষার প্রশ্নে রাজ্য সর্বদাই সহযোগী মনোভাব নিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ইস্যুই বড় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে।

চূড়ান্ত তালিকার পরও নাম তোলার সুযোগ রয়েছে: সিইও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার শেষ দিনে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও নাম সংযোজনের দরজা বন্ধ হচ্ছে না। বৈধ নাগরিকের নাম বাদ পড়লে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ফের আবেদন জানানো যাবে। দুই মাস ধরে চলা শুনানি পর্ব প্রায় দেড় কোটি আবেদনের নিষ্পত্তি করেছে বলে জানান তিনি। এখন পুরো প্রক্রিয়া ইআরও ও এইআরও-দের হাতে। তাঁদের উদ্দেশে সিইওর বার্তা, কোনও ভয় বা পক্ষপাত নয়, আইন মেনে নিরপেক্ষভাবে কাজ শেষ করতে হবে। একটি স্বচ্ছ তালিকাই আমাদের লক্ষ্য। বকেয়া ফর্ম ও আপলোড দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশও দেন তিনি।

দপ্তরের হিসাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৬ লক্ষ ৬১ হাজার নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নোটিস পেয়েও প্রায় ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ব্যক্তি হাজির হননি। স্ক্রুটিনির পর ১ লক্ষ ৬৩ হাজার নাম 'অবৈধ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ লক্ষ নথির যাচাই এখনও বাকি, আর ৫০ লক্ষ নথি পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ফর্ম-৭ জমা পড়েছে ৫ লক্ষেরও বেশি।

সিইও আশ্বাস দিয়েছেন, কারও নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন নেই। প্রয়োজন হলে আপিলের পথ খোলা। নির্বাচনের আগে এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছনোর ডাক শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সংখ্যালঘু সমাজের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ বাড়ানোর উপর জোর দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলের সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন; আস্থার সেতু গড়ে তুলতে হলে মাটির মানুষের কাছে যেতে হবে। শমীকের কথায়, আমাদের লক্ষ্য বিভাজন নয়, সংযোগ। যাঁদের হাতে বিভ্রান্তির অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের হাতে আমরা শিক্ষার শক্তি তুলে দিতে চাই। তিনি আরও বলেন, ভয় বা ভুল ধারণা নয়, উন্নয়ন ও শিক্ষাই হোক ভবিষ্যতের পথনির্দেশ। তাঁর দাবি, বিজেপি কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়; বরং সকলের জন্য সমান সুযোগ ও অগ্রগতির পক্ষে। সভায় তিনি সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশে আহ্বান জানান, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সক্রিয়ভাবে পৌঁছে

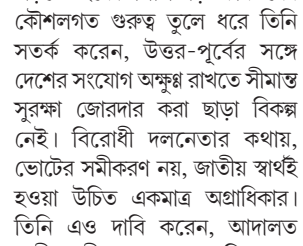

মানুষের আস্থা অর্জন করতে। মানুষের দরজায় কড়া নাড়ুন, তাঁদের কথা শুনুন, তাঁদের পাশে থাকুন; এটাই আমাদের রাজনীতি, মন্তব্য তাঁর।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বার্তাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। শমীকের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিজেপি রাজ্যে বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নিজেদের বিস্তার ঘটাতে আগ্রহী। তাঁর ভাষায়, সমাজের প্রতিটি স্তরের উন্নয়ন ছাড়া প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ভাটপাড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ১ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভাটপাড়া থানার পুলিশ। শনিবার রাতে ভাটপাড়া থানার পুলিশ কলাবাগান এলাকা থেকে রবি পাসোয়ানকে পাকড়াও করেছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে দুই রাউন্ড কার্তুজ-সহ চারটে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল এবং কেন ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রসঙ্গত, গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে বারুইপাড়া এলাকায় হানা দিয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ রবি সাউ নামে এক দুষ্কৃতীকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করেছিল।

কমেছে ঠান্ডার অনুভূতি, এবার বাড়বে রাতের পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনের বেলায় শীতের কামড় কার্যত ফিকে। এবার রাতের ঠান্ডাও ধীরে ধীরে চড়তে শুরু করবে বলে ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহে ভোরের তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে কনকনে শীতের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবহাওয়াবিদদের মতে, উত্তর-পশ্চিমের শীতল বায়ুপ্রবাহ আপাতত সক্রিয় নয়। শুষ্ক হাওয়া বইলেও দক্ষিণী বাতাসের প্রভাব তেমন জোরালো হয়নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে সরে যাচ্ছে। আজকের মধ্যে আরও দু'টি নতুন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা প্রবেশ করতে পারে, যার প্রভাব রাজ্যের আবহে পরোক্ষভাবে পড়বে।

রবিবার আকাশ ছিল মূলত নির্মল। ভোরে হালকা কুয়াশা দেখা গেলেও ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই। কলকাতায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি, সর্বোচ্চ ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ওঠানামা করেছে ৩৯ থেকে ৮৪ শতাংশের মধ্যে। আগামী সপ্তাহে মহানগরে ভোরের পারদ ১৮-১৯ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। এক আবহাওয়াবিদের কথায়, শীতের তীব্রতা আর ফিরবে না। তবে গরমের অস্বস্তিও এখনই শুরু হচ্ছে না।

টালিগঞ্জের বহুতলে আগুন, রাস্তায় নামলেন তারকারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, টালিগঞ্জ: রবিবার সকালে টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালীমন্দির সংলগ্ন একটি আবাসনে আচমকা আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বহুতলের একাংশ দ্রুত ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আতঙ্কে বাসিন্দারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসেন। ওই আবাসনেই থাকেন অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত , অভিনেত্রী নুসরাত জাহান, সায়ন্তিকা ব্যানার্জী এবং পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র । তাঁরাও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসেন। পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র বলেন, আমরা ১৮ তলায় থাকি।

অসুস্থ মাকে নিয়ে নামতে সময় লেগেছে, কারণ লিফট বন্ধ ছিল। চারদিকে ঘন ধোঁয়া। তবে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।দ দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পঞ্চম তলের একটি ফ্ল্যাটে পুজোর প্রদীপ জ্বালানো অবস্থায় ফেলে রাখার ফলেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। সেই ফ্ল্যাটের ঠিক উপরেই যশ-নুসরতের বাসভবন। ফলে সন্তানকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসেন তাঁরা। যদিও এ বিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উল্লেখ্য, একই আবাসনে পার্থ চ্যাটার্জীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত অর্পিতা মুখার্জির ফ্ল্যাটও রয়েছে। সেখানকার পোষ্য কুকুরগুলিকেও নিরাপদ স্থানে সরানো হয়। বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

সম্পাদকীয়

হারিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, নেপথ্যে কি শুধুই প্রত্যাশার চাপ?

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফের এক কৃতী পড়ুয়ার আত্মহত্যা। খবরের ভিড়ে যা বেশির ভাগ পাঠকেরই হয়তো চোখ এড়িয়ে যাবে। কলেজ হস্টেলের মধ্যে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাস্থল দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা বলেই অনুমান তদন্তকারীদের। যদি আত্মহত্যাই হয়ে থাকে তাহলে কেন এই চরম পরিণতি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর কোনও উত্তর মেলে না। তবে এই প্রবণতা শুধু বাংলায় নয়, গোটা দেশে যে হারে বাড়ছে তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। বিপদ যে একদম শিয়রে চলে এসেছে তা বলাই যায়। সরকারি হোক, বা বেসরকারি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা কিন্তু বেড়েই চলেছে। না কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, না সরকারি উদ্যোগ, কোনও কিছুতেই রাশ টানা যাচ্ছে না এই মর্মান্তিক প্রবণতায়। তাহলে প্রশ্ন হল, সমস্যাটা ঠিক কোথায়? কেন এভাবে প্রতিনিয়ত আমরা হারিয়ে ফেলছি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলোকে? এই প্রতিষ্ঠানগুলোয় যাঁরা পড়তে আসে, তাঁদের বেশিরভাগই কৃতী। যাদের সামনে রয়েছে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও সুন্দর জীবনের হাতছানি। কিন্তু তারপরও কেন এই পরিণতি! প্রশ্ন সেটাই। শুধু দুর্গাপুরের এই আধা পরিচিত মেডিক্যাল কলেজ নয়। দেশে ছড়িয়ে থাকা আইআইটি, আইআইএম, আইএসআই, মেডিক্যাল, ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, ছবিটা কিন্তু একই। প্রাম নিয়ম করে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। তবে এই ঘটনাগুলির তদন্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা উঠে আসছে তা হল প্রত্যাশার চাপ। আর প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেই আসছে হতাশা, বিষাদ। আর তারই পরিণতি দেখছি আমরা। এখানে অভিভাবক থেকে কলেজ, সবারই ভূমিকা রয়েছে। বাবা। মায়েরা প্রচুর টাকা খরচ করে ভর্তি।করে ভাবছে বিরাট কিছু হবে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বেসরকারি কলেজগুলোও দায়ী। পড়ানোর নামে প্রজেক্ট থেকে ক্লাশ, বিপুল চাপ, যা সবার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ভাবনার বিষয়, কিন্তু ভাববে কে?

শব্দছক ৭৪

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. চলার গতি ৩. কিংশুক ৬. অনুশীলন ৮. সোয়াস্তি ৯. এক ধরণের ফুল ১০. অন্দর ১২. ঠান্ডা প্রকৃতির স্বভাব ১৩. ভাত ১৪. বিষ ১৬. সাধনা ১৮. হস্ত ১৯.তক্ষণকারী ২১. শরীর ২২. বেলাভূমি
ওপর-নিচ: ১. তার বিহীন ২. সংকীর্ণ পথ ৪. লজ্জাবনত ৫. ইক্ষু ৭. গম্ভীর স্বরে ধ্বনিত ৮. ভীষণ বড় মাপের ১০. অন্যের থেকে আলাদা ১১. রহস্যে ঘেরা ১৫. সবুজ ১৭. প্রচন্ড রকমের ১৮. শাঁখ ২০. আঘাতে বা অসুখে ঘা

সমাধান ৭৩ — পাশাপাশি: ১. জপমালা ৪. পায়েল ৬ লক্ষ ৭. টাটকা ৮. সই ৯. তট ১০. থমক ১২. আনন ১৪. ললনা ১৫. বায়স ১৭. ভয় ১৮. দেব ১৯. দামামা ২০. রাকা ২১. তামস ২২. কবুতর
ওপর-নিচ : ১. জলপথ ২. পক্ষ ৩. লাটাই ৪. পাকা ৫. লম্পট ৮. সকল ৯. তনয় ১১. মলয় ১৩. নবাব ১৬. সহকার ১৭. ভনিতা ১৮. দেমাক ১৯. দাস ২০. রাত

আজকের দিন

- ১৯৪৪ — ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ ধুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে-এর মৃত্যু।
- ১৯৫৬ — প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার মৃত্যু।
- ১৯৫৯ — ফিদেল কাস্ত্রো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

জন্মদিন

- ১৯২০ *বিশিষ্ট অভিনেতা আই.এস জোহরের জন্মদিন।*
- ১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াসিম জাফরের জন্মদিন।*
- ১৯৮৯ *বিশিষ্ট ফুটবলার স্নেহাশিস চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

আইএস জোহর

শ্রীরামপুর ও হুগলি

অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সিতে টলছে হাওয়া মোরগ

সুবীর পাল

আধুনিক গণতন্ত্রের নতুন অভিধানে সংজ্ঞায়িত নবতম স্লোগান। যা দুর্ভাগা এ বাংলায় বর্তমানে প্রবল ভাবে বিজ্ঞাপিত।

যার মর্মার্থ হলো, 'আমিই আইন। আমিই আদালত। আমিই সংবিধান। আমিই রাজ্য। আমিই রাষ্ট্র। আর বাকি সব? উত্তর একটাই, বাকি সব বকওয়াস।'

এমন অদ্ভুতুড়ে জায়গা আদতে কোনটি? আর আলোচনার খাতিরে এ হেন হরে-করো-কম্বা 'আমি'টাই বা কে?

জবাব একেবারে স্পষ্ট। একাংশ বিরোধীদের প্রায় দ্বিধাহীন বক্তব্য, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সে যে আমার পশ্চিমবাংলা রে। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এটি হলো তথাকথিত এক অন্যতম বহুল চর্চিত অঙ্গরাজ্য। অন্যদিকে আমি বলতে তো সেই মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী তথা বঙ্গভূমির নব্য মনীষী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেই বা হতে পারে? অন্তত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তো হাবে ভাবে এমনটাই যে নাগাড়ে বলে চলেছেন একেবারে জনসমক্ষে।

যদিও বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের সামঞ্জস্যে এপার বাংলা জুড়ে ঘটনা বহুল সাদৃশ্য স্বরূপ প্রাচুর্য কিন্তু রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এই যেমন ধরুন না, একেবারে হালফিল উমপা। মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল চুরির দৃষ্টান্তহীন গরমাগরম চুটকি মশলা। সরি সরি। এখানে চুরির কথা কাম্য ভাষ্য মোটেও নয়। আম আদমির কাঁধে কটা মাথা আছে, যে এ হেন আলটপকা মন্তব্য করে পাড় পেয়ে যাবে? ইয়ে মানে এসব তো রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলে বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র বহাল তবিয়তে। তাই 'এ নয়ণ ডরে ডরে' করে এই একটু এখানে এসব নিয়ে আলোচনা করা আর কি!

ঘটনাক্রমে আই প্যাক মালিকের ঘরে ও অফিসে সম্প্রতি হানা দিয়েছিল ইডি। কয়লা ঘোটালার তদন্তের স্বার্থে। অন্তত ইডি পরিবারের তো এমনটাই দাবি। ওমা! আচমকা সেখানে সটান হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা। সুতরাং সপারিষদ পুলিশ হস্তীরাও উনার পায়ে পায়ে পা মিলিয়েছেন পার্টির কাজে। মানে? পার্টির কাজে পুলিশ বলতে কি বোঝাচ্ছেন! উফ্ সেই এক কথা। আমরা এসব বলেছি নাকি? বলেছেন তো কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই তো যেচে প্রেস ব্রিফিং নিজে দিয়েছেন। তৃণমূলের হয়ে এখানে তাঁর আগমন। দলের স্ট্র্যাটেজি হাইজ্যাক করতে এসেছিল ইডি। বিজেপির দালাল হয়ে। তাই তিনি এই সবুজ ফাইল তদন্ত স্থল থেকে উদ্ধার করেছেন।

তা না হয় মানলাম এসব পলিটিক্যাল কচকচানির কত শত কথা কাহিনী। বলি কি, এসবের সঙ্গে শ্রীরামপুর লোকসভা অঞ্চলের নির্বাচনী হাল হকিকতের আবার কি সম্পর্ক? আছে বাবা সম্পর্কের মেলবন্ধন তো আছেই। ওই যে গো, ইডিও তো নাছোড়। ম্যাডাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এমন হটকেক ফাইল কাণ্ড নিয়ে ইডি একেবারে ঠুসে দিল মামলা ঠুকে। কলকাতা হাইকোর্টে। এখানেই তো মজারু ট্যুইস্টে আবির্ভাব ঘটেছে আরেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অর্থাৎ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে বিবাদী পক্ষ অর্থাৎ তৃণমূল সুপ্রিমোর আইনজীবী হয়ে সওয়াল করেন সংশ্লিষ্ট এজলাসে। শেষমেষ সেখানে মামলা হয়ে গেল ডিসমিস। অগত্যা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন কোর্ট ফ্লোর থেকে বের হয়ে, 'কলকাতা উচ্চ আদালতে এই মামলা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

কিন্তু শ্রীরামপুরের মাটিতে এই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট রাজনীতি কিন্তু এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট এভারগ্রীন। এখানে যে তিনি তৃণমূল শিবিরের অপরাজেয় একচ্ছত্র একাই সবে ধন নীলমণি পাণ্ডব। ঘাসমহলের দিদিভাইয়ের অতি বিশ্বস্ত অনুচরও। তার উপর তিনি যে এই এলাকার একটানা সাংসদও। সুতরাং ইডি দুয়ার হয়ে সবুজ ফাইল কিসসা থেকে কলকাতা উচ্চ আদালত, সেখান হতে আইনজীবী কল্যাণ মারফৎ শ্রীরামপুর লোকসভা এলাকার একটা লম্বা লিঙ্ক তো আর অস্বীকার করা যায় না। হাজার হলেও আসন্ন বিধানসভা ভোট বাজারের ইস্যু বিপণির আক্রমণাত্মক ফাঁক ফোকরে। এই আইনজীবীর বদান্যতায়।

শ্রীরামপুরের এই সাংসদ নিঃসন্দেহেই আদালত যুদ্ধের তাগিদে তৃণমূলের তরফে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থানীয় যোদ্ধা। তেমনই কৃষ্ণনগরের দলীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা বিতর্কে তিনি জড়িয়ে গেলে, বিরোধী ক্যাম্পের আইটি টিম কিন্তু তা নিয়ে ট্রোল করতে পিছু হটে না। এমনকি শ্রীরামপুরে সর্বশেষ সংসদীয় নির্বাচনের ভোট প্রচারের মেয়াদকালে, উত্তরপাড়া আসনের দলের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে ভোট ময়দানে নামতে তিনি নিষেধ করেছিলেন বলে শোনা যায়। যদিও এসব অকথিত কারণ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি শ্রীরামপুরের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে। বিজেপিও ঘুর পথে তৃণমূল দলের কল্যাণ কেন্দ্রিক এইসব অন্তর্কোন্দল চুপিসারে এখনও পাল্টা প্রচারের অস্ত্র হিসেবে সমানে কাজে লাগিয়ে চলছে মসৃণ ভাবে।

এদিকে, রাজ্য বিধানসভা ভোটের অন্যতম হাইপ্রোফাইল আসন হলো সিঙ্গুর। এটি হুগলি লোকসভার অন্তর্গত। বামফ্রন্ট জমানা পতনের প্রধানতম স্থপতি কেন্দ্রও হলো এই অঞ্চলটি। অন্যদিকে রাজ্যের শিল্প নৈরাজ্যের একক শনিগ্রহের দৃষ্টান্তও যে সিঙ্গুর।

এবার নাকি তৃণমূল সরকারকে 'উখাড় কে ফেক দেনা হ্যায়' স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে বিজেপি তো সম্প্রতি মেগা শো করে ফেলল টাটা গোষ্ঠীর পরিত্যক্ত এই মহল্লায়। ভোটের নির্ঘণ্ট বলবৎ হবার আগেই তড়িঘড়ি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পোডিয়ামের সামনে দাঁড় করিয়ে। যে সভাস্থলেরই অদূরে এখনও যে একটু একটু বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাপসী মালিকের ধর্ষিত দেহের কূট দগ্ধ গন্ধ।

সে কারণেই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ওই আঞ্চলিক পাবলিক পালস বুঝতে পেরে ভাষণের প্রথম অংশে গোদা বাংলায় বলে বসলেন, 'পাল্টানো দরকার।' তাঁর অনুরোধে আম জনতা খোলা মনে বললেন, 'চাই বিজেপি সরকার।' একইসঙ্গে সার্বিক হুগলির প্রসঙ্গ টেনে নরেন্দ্র মোদী এমনতর সোজা সাপটা গলা মেলানোর সিকোয়েন্স ফের আরও একবার তৈরি করলেন বক্তৃতার একেবারে শেষ অংশেও। আসলে জনতা জনার্দনের গেরুয়া প্রীতিকে বারে বারে এমন জনসংযোগের তাওয়ায় সেঁকে নিতে কসুর করার সুযোগ কে ছাড়ে। মাটিটার নাম আসলে সিঙ্গুর। এখানকার বৈধব্য শিল্পের ইতিহাস প্রধানমন্ত্রীর বিলক্ষণ জানা। তা মাথায় রেখেই তিনি সিঙ্গুরবাসীকে আশ্বস্ত করলেন মোদী কি গ্যারান্টি কার্ডে, 'রাজ্যে বিজেপি এলে প্রতি জেলার একটি করে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিল্পকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। জুট শিল্প থেকে বিভিন্ন শিল্পায়ন সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র ও মৎস চাষেও বাংলার মরা গাঙে জোয়ার আনবে ডবল ইঞ্জিন সরকার।' এমনকি এখানে বিজেপির অলরাউন্ডার হয়ে ভোটের আবহে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তিনি এও বলেন, 'বিজেপি বিহারে সম্প্রতি জঙ্গলরাজ আটকে দিয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা। এখানে টিএমসি সরকার চলছে। এখানকার মহাজঙ্গল রাজের পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। আপনাদের একেকটা ভোট রাজ্যের দুর্নীতিবাজদের বিদায় তরান্বিত করবেই।'

হুগলির একদা অখ্যাত অধুনা খ্যাত সিঙ্গুর যখন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডাইরেক্ট ক্যাচ করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে এই হুগলি লোকসভার তথ্য তালাশ না করে কি আর জো আছে?

মধ্যবর্তী একটা সময়। ১৯৮৪ সাল। সারা দেশ জুড়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে শোকের সহানুভূতির দমকা বাতাস বয়ে গিয়েছিল। তারই ভোট আনুকূল্যে সেবার হুগলি লোকসভা নির্বাচনে জিতে যায় কংগ্রেস। ব্যাস এখানে আপাতত এটুকু কৃতিত্ব ছাড়া কংগ্রেস কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত হয়ে রয়ে গেছে। কারণ সেই ১৯৫৭ সালের পর থেকে এখানে কংগ্রেসের আর দ্বিতীয়বার সিকে ছেড়েনি। ওই সময় কাল থেকে ২০০৪ সাল, মাঝের ১৯৮৪ পর্ব বাদ দিলে বামেদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল এই লোকসভাটি। তারপর আর সেখানে বামেদের আতস কাঁচের তলাতেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২০১৯ সালে এখান থেকে প্রথমবারের মতো হঠাৎ বিজেপি পার্লামেন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। বাকি ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০২৪ সালে ঘন সবুজ ঘাসে ছেয়ে গিয়েছে হুগলির ভোট-কোর্ট।

গত লোকসভায় এখানে ১৮,৫৮,০৬৭ জন ভোটার ছিল। তারমধ্যে ৪৬.৩১﹪ ভোট মুষ্ঠিবদ্ধ করে নেয় তৃণমূল। ফলে তারা ৭,০২,৭৪৪ জনের শুভেচ্ছা করায়ত্ব করতে পেরেছিল। উল্টো দিকে বিজেপি প্রার্থীর কপালে জোটে ৪১.২৪﹪ জনের শুভকামনা। যার অর্থ কমুণ্ডলের ভাগ্যে জুটেছিল ৬,২২,৮৯১ জনের সৌহার্দ্য কামনা। সুতরাং ওই কেন্দ্র থেকে ৭৯,৮৫৩টি বেশি ভোট পেয়ে তৃণমূল 'জো জিতা ওহি সিকান্দার' হয়ে উঠেছিল ২০২৪ সালে।

২০১৯ সাল যদি আচমকা সাফল্যের বেঞ্চমার্ক ধরা হয় তাহলে ২০২১ সাল অবশ্যই দলগত অন্তর্জলী যাত্রার সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপন। অন্তত বিজেপির ক্ষেত্রে। ব্যবধানটা মাত্র দুই বছর। প্রথমটি লোকসভা ভোট আর দ্বিতীয়টি বিধানসভা নির্বাচন। কেন এই কথাটি উঠে এলো শুনবেন? হুগলি লোকসভা ক্ষেত্রে যে সাতটি বিধানসভা এলাকা রয়েছে সেগুলো হলো সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম এবং ধনিয়াখালি নামক আসন। এর প্রত্যেকটির দৌড়ে ২০২১ সালে বিজেপি হার মেনে নিতে বাধ্য হয় তৃণমূলের কাছে। সংখ্যানুক্রমে এইসব কেন্দ্রে টিএমসির জয়ের ব্যবধান ছিল ২৫,৯২৩, ৩১,০২৯, ১৮,৪১৭, ৫,৭৮৪, ৩১,৮৫৮, ৯,৭৭২ ও ৩০,১৫৯টি ভোট।

হুগলি লোকসভা অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে দীর্ঘ একতরফা বাম জমানা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে এই অঞ্চলের রঙ বদলেছে বারেবারে। ২০০৯ সাল থেকে। পরবর্তী ১৫ বছরের প্রেক্ষাপটে। কখনও তা হয়ে উঠেছে গৈরিক। আবার সময় ফেরে সেখানে দেখা গেছে হরিৎ দাপট। এ যেন দেড় দশকের এক বর্ণময় ডিং ডং খেলা হবে খেলা হবে ভোট পর্বে।

সুতরাং টিএমসি আশা করতেই পারে সাতের মধ্য সাতটিকে দলীয় জালে ঠিক তুলে ফেলবে। কিন্তু বিজেপি মুরুব্বীরাও কিন্তু সাতরঙা রামধনু আঁকতে শুরু করেছে শিক্ষক ঘোটালা, ন্যানোকে টাটা করা সহ কয়লা, রেশন, গরু, অভয়া, তোলাবাজি প্রভৃতি ইস্যুতে শান দিয়ে। তবে এবার কার ভাগে কটা গচ্ছিত হবে তা নিশ্চিত করে জানতে আগামীর ফলাফলের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ হুগলি যে চলতি বছরেও যথেষ্ট আনপ্রেডিক্টেবল ভোটিং ললিপপ।

হুগলির গা ঘেঁষে রয়ে গেছে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র। আর সেখানকার ভোট চালচিত্র আলোচনা করতে গেলে একটা কথাই মনে উঁকি দেয়, কল্যাণ আছে কল্যাণেই। এটা যেন একটা নিজস্ব ব্যক্তি ঘরাণা যা ইতিমধ্যেই হরগৌরী মিলনের মতো মিশে গেছে তৃণমূলের ছত্রে ছত্রে। অনন্ত এই মুলুকের জন্য তো বটেই। শ্রীরামপুরের ভোট তা সে লোকসভা বা বিধানসভা ভোট, যাই হোক না কেন, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা স্থানীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এড়ানো সম্ভব নয়। শাসক বা বিরোধী যেই হোক না কেন। আফটার অল সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় তো বটেই।

১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০ সালে সিপিএমের দীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথম বারের মতো শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে হ্যাটট্রিক সাংসদ হয়েছিলেন। এরপর ১৯৮৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দল টানা দুইবারের বেশি জিততে পারেনি। কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকসভা কেন্দ্রে পরিপূর্ণ একক ব্যক্তিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এ নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ পরপর এই কেন্দ্র থেকে তিনি চতুর্থবার বিজয়ী হয়েছেন।

এ যাবৎ সর্বশেষ লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে মোট ভোটদাতারা ছিলেন ১৯,২৬,৬৪৫ জন। তৃণমূল এখানে থাবা বসায় ৪৫.৬৫﹪ ভোট। ফলে সরাসরি ৬,৭৩,৯৭০টি ভোট চলে যায় সবুজ ইনবক্সে। বিজেপি সেখানে মুঠো বন্দি করে ৩৩.৮০﹪ ভোট। যার মানে গেরুয়া বক্সে সঞ্চিত হয় ৪,৯৯,১৪০ জনের উচ্ছ্বাস। অগত্যা ১,৭৪,৮৩০টি ভোটের ফারাকে বিজেপিকে মেনে নিতে হয় যে তারা তৃণমূলের কাছে হেরে গেছে।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রটি বেশ অদ্ভুত। হাওড়া জেলা থেকে দুটি এবং হুগলি জেলা হতে পাঁচটি বিধানসভা আসন নিয়ে এই সংসদীয় কেন্দ্রটি গঠিত হয়। মূলতঃ এই লোকসভা অঞ্চলে বিশাল সংখ্যক অবাঙালি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বটাও ভীষণ ভাবে নজর কাড়ে। এখানকার সাতটি আসন বলতে জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা এবং জাঙ্গিপাড়া আসনগুলো বিগত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে পরিপূর্ণ ভাবে বিজয়ীর সম্মান দিয়েছে উজাড় করে। ওইসব আসনে সেবার বিজেপির পরাজয় ঘটে যথাক্রমে ২৬,৬১০, ৫৮,৭১৩, ৪২,৬২০, ৯,০৪০, ৭,৮২১, ৮,৫৯১, ৩৫,৩৫০, ২৮,০২০টি ভোটের পার্থক্যে।

ফলে পরিসংখ্যান গত পর্যায়ে এই সাতটি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কিন্তু একচেটিয়া অ্যাডভান্টেজ উপভোগ করছে আগামী গ্রীষ্মের আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিজয়ের বাসনায়। কিন্তু ভোটের ময়দানে অ্যাডভান্টেজ উপভোগ করা আর গণদেবতার মুডকে নিজের বুক পকেটে ভরে রাখা যেন তেল ও জলের রসায়ণের আকার নেয়।

আসলে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে এখানকার আসনগুলোতেও কিন্তু বর্তমানে ব্যাপকভাবে কাজ করছে প্রায় দেড় দশকের অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির জোড়ালো হাওয়া। এমনতর হাওয়া মোরগকে কতটা পোষ মানাতে পাড়বে বিজেপি চলতি ভোট ঋতুতে গান গাইতে গাইতে, 'ইয়ে হাওয়া মেরে সঙ্গ সঙ্গ চাল', সেটাই তো এখন বুঝে নেওয়ার পালা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কেন্দ্রের বাজেটের বদলে রাজ্যের বাজেটের দিকে একটু নজর দিতে হবে

সত্যেন্দ্র প্রতাপ সিং

ভারত সরকার তথা কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ০১ ফেব্রুয়ারিতে নবমবার কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ (বি.ই) ৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার মূল ব্যয় এবং ৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা কোনো ঋণপ্রাপ্তি ছাড়াই পেশ করলেন।

কেন্দ্রের এই বাজেটকে (২০২৬-২৭) তৃণমূল কংগ্রেস দিশাহীন, জনবিরোধী ও বাংলা বিরোধীর আখ্যা দিয়েছে। বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি জানান এই বাজেট 'হাম্পটি ডাম্পটি বাজেট 'তথা দিশাহীন এবং গরিব, নারীশক্তি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরোধী। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বাজেটকে কটাক্ষ করে বলেন 'বাজেটে বাংলার নাম টুকুও উল্লেখিত হয়নি ও আর্থিক বন্টন প্রদান করা হয়নি"। অভিষেক ব্যানার্জির কথা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ঘোষিত রেল করিডোরের পরিকল্পনা মমতা ব্যানার্জির মস্তিষ্কপ্রসূত। সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এই বাজেটকে 'ফেকু ও জর্জরিত' বলে কটাক্ষ করেছেন। রাজ্য সরকারের বক্তব্য বাজেটে পশ্চিমবঙ্গকে অবহেলা করা হয়েছে, বঙ্গের কোনো রোজগারের উল্লেখ নেই, কেন্দ্র শুধু পদ্ম শাসিত রাজ্যগুলিতে আর্থিক সাহায্য করছে যা এক স্বৈরতন্ত্র সরকারের পরিচয় দেয় ।

চার দিন পর ০৫ ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৪.০৬ লক্ষ কোটি টাকার রাজ্যের বাজেট পেশ করলেন।

রাজ্যের পেশ করা এই বাজেটকে বঙ্গবিজেপি ' তুষ্টিকরণের রাজনীতি ' ও ' ভোট ব্যাংকের বাজেট ' বলে কটাক্ষ করেছে।

বিজেপির নেতৃত্বগন যেমন অমিত মালব্য ও সুধাংশু ত্রিবেদী রাজ্য বাজেটে মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা ৫৭১৩ কোটি টাকার প্রতি নিন্দা

ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শিল্পের জন্য ১৪৮৩ কোটি টাকা এবং উত্তরবঙ্গের জন্য ৯২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার দ্বারা সার্বিক উন্নয়নকে অবহেলিত করেছেন। রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে বিজেপির বক্তব্য - 'মমতা ব্যানার্জি মা-মাটি-মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু মৌলবী, মোয়াজ্জিন ও মাদ্রাসাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিজেপির আইটি সেলের প্রমুখ অমিত মালব্য বলেছেন 'রাজ্য বাজেটে কোন শিল্প, রোজগার তৈরী ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা নেই , শুধুমাত্র নির্বাচন জেতার ও ভোট ব্যাংক নিশ্চিত করাটাই মূল প্রচেষ্টা'।

সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন 'যেখানে মাদ্রাসার জন্য বিপুল রাশি বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে শিল্পোন্নতির জন্য মাত্র ২১৭ কোটি টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য মাত্র ৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করাটা চিন্তাজনক।'

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেছেন 'লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বাড়ানো হয়েছে কিন্তু সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা (DA) পাচ্ছেন না'। অতএব, বিজেপির মূলবক্তব্য এই রাজ্য বাজেট সার্বিক উন্নয়ন বিরোধী ও রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অবনতির পথে নিয়ে যাবে, এধরনের অর্থনৈতিক ঘোষণা নির্বাচনের আগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মাত্র। কেন্দ্রীয় বাজেটে চিৎকার করা তৃণমূল কংগ্রেস যখন নিজের রাজ্য বাজেটের দিকে আলোকপাত করছে তখন 'বলা-করা' পার্থক্য স্পষ্ট। শিক্ষা ব্যবস্থা, হাসপাতাল ও শিল্পকে অবহেলিত করে মৌলবী, মোয়াজ্জিন ও মাদ্রাসাকে গুরুত্ব দিয়ে ৫৭১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং তুলনামূলকভাবে সেই বছর থেকেই ১০৮৬﹪ এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাত্র ২১১ কোটি টাকা, বৃহৎ-স্বল্পবৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য (MSME) মাত্র ১২২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে ইমাম ভাতা রূপে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হয় অন্যদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণদের ইমামভাতার অর্ধেক টুকুও প্রাপ্য হয় না। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা করা তৃণমূলের রাজ্য বাজেট অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে ভারতের জিডিপি ১০.৫ শতাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের ৫.৬ শতাংশ অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রতি ব্যক্তির আয় ২৭.৫ শতাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ব্যক্তির আয় ১৬.৩ শতাংশ। চিন্তাজনক পরিস্থিতি, একের পর এক কলকারখানায় তালা ঝুলছে এবং কারখানার জমি বড় প্রোমোটারদের হস্তান্তর করা হচ্ছে, এবং নতুন শিল্পের স্বপ্ন মরীচিকার রূপ ধারণ করেছে। সিঙ্গুর থেকে টাটা যাওয়ার পর বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলোও স্থানান্তরিত হয়েছে। ভারতের উন্নত পরিকাঠামো নির্মাণে বাংলা ৬.৭ শতাংশ থেকে নেমে ২.৯ শতাংশ পৌঁছেছে। কোনো বিনিয়োগকারী এমন রাজ্যে বিনিয়োগ করবে না যে রাজ্যের রাজনীতি উন্নত আর্থিক পরিকাঠামো তৈরি করার বদলে ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে প্রভাবিত হয়।

৭৫ চর্চাবাসর

কাশ্মীরি হিন্দুরা শিবরাত্রি উৎসবটিকে কাশ্মীর অঞ্চলের হর-রাত্রি বা উচ্চারণগতভাবে সহজ হেরথ বা হেরাথ বলে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৃহৎকার আদিযোগী শিবমূর্তি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক উদ্দীপনায় পালিত হচ্ছে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উপচে পড়া ভিড় বক্রেশ্বর ধামে

মৃণালজিৎ গোস্বামী

রবিবার শিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় বীরভূমের দুবরাজপুরের বক্রেশ্বর ধামে। সেবাইত কমিটির তত্ত্বাবধানে শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের আবেগ যেমন জড়িয়ে রয়েছে, তেমনি শক্তিপীঠ হিসেবে পরিচিত এই বক্রেশ্বরধামে বহিরাগত ভক্তদের ভিড় বাড়ে শিবরাত্রিকে ঘিরেই। স্থানীয় ভক্তদের পাশাপাশি বহিরাগত ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে বক্রেশ্বর ধামে পৌঁছান বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। সকলের খোঁজ-খবর নেওয়ার পর মন্দিরে ঢুকে পুজো দেন তিনি। এই শিবরাত্রি মেলাকে ঘিরে বীরভূম জেলা পরিষদ ও বক্রেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী শুরু হয়েছে মেলা ও সাংস্কৃতিক নানান অনুষ্ঠান। শনিবার এই শিবরাত্রি মেলার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা ঘটলেও রবিবার থেকেই শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিড় তীর্থ ক্ষেত্র বক্রেশ্বরে। বীরভূম জেলা পরিষদের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা শাসক সুরেশ চন্দ্র রানো বলেন, এই মেলাটি ঘিরে সমস্ত রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মনোরঞ্জনের জন্য পাঁচ দিনই কলকাতার পাশাপাশি জেলার শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, শুধু তাই নয় সব মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে শব্দ দূষণ যাতে না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্যামপুরে শিবরাত্রিতে হয় শিব-দুর্গার পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: গ্রামে দুর্গাপুজো নিষিদ্ধ। তাই দুর্গাপুজো এলেই কিছুটা মন ভার থাকে হাওড়ার শ্যামপুর থানার দেউলি গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বানেশ্বরী দেবী আবহমান কাল ধরে দুর্গা রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। কিন্তু দুর্গা পুজোর আক্ষেপ কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেয় শিবরাত্রির সময়। বলা ভালো, শিবরাত্রি শিব-দুর্গা পুজোই এই এলাকার দুর্গাপুজো। বিশাল আকার মণ্ডপ, তিন নির্ভর বিভিন্ন প্রতিমা, আর জমজমাট মেলা। সঙ্গে বাইরে থাকা গ্রামের যুবকদের ফিরে আসা, নতুন জামাকাপড়-সব অনুসঙ্গই থাকে। দেউলি গ্রামের সবচেয়ে বড় পুজো অনুষ্ঠিত হয় দেউলি মিলন তীর্থ ক্লাবের উদ্যোগে। প্রতিমা শিল্পীর কল্পনায় বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন দেবদেবীর বিচিত্র চিত্ররূপ প্রতি বছর নজর কাড়ে। এবছর তার অন্যথা হয়নি। শিবরাত্রির উপলক্ষে তাই জমজমাট হাওড়া শ্যামপুরের এই প্রান্তিক এলাকা। দেউলি এলাকার বাসিন্দা ও মিলন তীর্থ ক্লাবের সম্পাদক দুলাল পাত্র জানান, 'আবহমান কাল ধরে এই রীতি চলে আসছে। এবারের পুজো ৪৪ বছরে পদার্পণ করল।' পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলবে আট দিন।

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের ২১ অধ্যায়ের অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির বিষয়ে বিজ্ঞাপন নোটিশ। (২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্ট্রার) রুলসের রুল ৪(১) অধীনে)।

১. এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর সাব সেকশন (২) এর অধীনে নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে, ভগবতী ইমপেস্ক, এক অংশীদারি সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২১ অধ্যায়ের অংশ ১ অধীনে কোম্পানি লিমিটেড শেয়ার দ্বারা নথিভুক্তির মজন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিনের পূর্বে রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত মতো : কাগজের পাইকারী বিক্রয়

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর কপি পর্যবেক্ষণ করা যাবে উমা শান্তি নিবাস, ৩৩, বাদুর বাগান লেন, একতলা, স্যুট নং ১বি, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের নিকট, মানিকতলা কলকাতা ৭০০০০৯, পব ঠিকানায়।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড- ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

আবেদনকারীগণের নাম
১.মীনাক্ষী ছন্দক
২.জয়শ্রী মোহতা

তারিখ : ১৪.০২.২০২৬

ফর্ম নং ইউআরসি-২

অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(b) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, পনেরো দিন পরে কিন্তু এর পরে ত্রিশ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, 'পি আর ট্রেডিং কোং', একটি ব্যবসায়িক সত্তা, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধ্যায়-XXI এর অংশ-১ এর অধীনে, শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধনের জন্য।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হল নিম্নোক্ত মতে :
ক) ভারতে বা বিদেশে যেকোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বা অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক জারি করা বা গ্যারান্টিযুক্ত শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার-স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ অর্জন, সাবস্ক্রিপশন, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, স্থানান্তর, অঙ্গীকার বা অন্য কোনওভাবে লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা।
খ) প্রযোজ্য আইন ও বিধি সাপেক্ষে, স্বীকৃত এক্সচেঞ্জ বা ওভার-দ্য-কাউন্টার বাজারে লেনদেন করা হোক না কেন, ফিউচার, অপশন, সোয়াপস, ফরোয়ার্ড, কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স এবং অন্যান্য কাঠামোগত আর্থিক পণ্য সহ বিভিন্ন ধরণের ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, অফিসে কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড- ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।

পি আর ট্রেডিং কোং এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ১৬-০২-২০২৬ আকাশ জয়ওয়াল

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN NO : L63090WB1989PLC099645
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউস, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহেরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯

৩১/১২/২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১ ডিসে. ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টে. ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসে. ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসে. ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসে. ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৭৯৫.৬১	২৫৮৫.৭৯	২৫৩৪.৩০	৮৫৩০.০৯	৭৫৪৫.৫২	১০৯৬৫.৬২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৫৯.৫৯	৭২.১৮	৯১.৯৫	২০৬.০৮	২৫৩.২০	৩৫৭.৬৬
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (অতিরিক্ত দফার পরে)	৫৯.৫৯	৭২.১৮	৯১.৯৫	২০৬.০৮	২৫৩.২০	৩৫৭.৬৬
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (অতিরিক্ত দফার পরে)	৪৫.৯২	৫৪.৭৭	৭০.৭৪	১৫৮.০২	২০০.৩৯	২৮৮.৮৫
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপূর্বিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপূর্বিক আয় (করের পরে)]	৪৬.১২	৫৪.৮৮	৬৯.২৫	১৫৮.৩৩	১৯৬.৯২	২৮৯.২২
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত						১০৪১.১২
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	০.৯২	১.১০	১.৪২	৩.১৭	৪.০৩	৫.৮০

দ্রষ্টব্য:
১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ১৪.০২.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
পবন কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ১৪.০২.২০২৬

শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: মহা শিবরাত্রি দিনে তারকেশ্বর মন্দিরে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়। বেশ কয়েকদিন ধরেই তোড়জোড় চলছিল পুরোদমে। শ্রাবণী মেলার মতোই রাজ্য তো বটেই ভিন রাজ্য থেকেও ছুটে এসেছেন অগণিত ভক্তের দল। মহা শিবরাত্রির তিথি শুরু হয় রবিবার বিকেল ৪ টা ৫৮ মিনিটে। চলবে সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা ৩৪ মিনিট পর্যন্ত। শিবরাত্রি উপলক্ষে রবিবার রাত ৮টা থেকে সোমবার বিকেল ৫টা পযন্ত গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারবেন ভক্তরা। তবে অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দিয়েছেন ভক্তরা। তারপর মন্দির বন্ধ রইল সকাল ১১টা পর্যন্ত। তারপর ফের ১১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভক্তদের জন্য মন্দির খোলা থাকে। সাড়ে সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শিব রাতের বিশেষ পুজো করেন মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ। পুজো শেষে রাত দশটার পর থেকে সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বাবার মাথায় জল ঢেলে পুজো দিতে পারেন ভক্তরা। সোমবার সকালেও রোজকার মতো দেওয়া যাবে পুজো। মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন এক ভক্ত বলেন, 'আমি প্রতিবছরই এখানে আসি। এবারও বাদ দিইনি। খুবই ভাল লাগছে। সকাল থেকে উপোস করে বাবার পুজো দিয়েছি।' মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে শৈব তীর্থ তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল রবিবার মহা শিবরাত্রি বিকেল থেকে শিবচতুর্দশী শুরু হয়েছে সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছে তারকেশ্বরে। বাবার মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা তারকেশ্বর মন্দিরে আসতে শুরু করেন। পাশেই দুধ পুকুরে পুণ্যার্থীরা স্নান সেরে পুরুষ ও মহিলারা মন্দিরে লাইন দিয়ে পুজোর ডালি নিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালেন। মন্দির চত্বরে দোকানগুলোতেও ভিড় জমে। শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বর মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সঙ্গে সিসি ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। পুরসভার পক্ষ থেকেও ভক্তদের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কন্টিনেন্টাল ভাল্‌ভস্‌ লিমিটেড

(CIN : L29221WB1982PLC057718)
রেজিস্টার্ড অফিস : "সুকেত" ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯
টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কন্টিনেন্টাল ভাল্‌ভস্‌ লিমিটেডের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের

(লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৫৬.২৬	৪৮৬.৭৪	৪২৪.৭৪	১,১৪৭.৫৪	১,১৬১.৯৪	২০০৮.৯৮
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	৫.২৯	০.৮৮	৩.৪৯	১৫.২৭	২২.৪৫	৩২.৯৩
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	১.৪২	০.৫৮	২.১	৬.৭৪	১৫.৬৭	১৯.৬১
৪.	মোট অন্যান্য ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	-২.৫৮	-২.৩৬	০.১২	-৭.০৮	০.৩৪	-৯.৪৩
৫.	মোট ব্যালক আয় সময়কালের জন্য	-১.১৬	-১.৭৮	২.২২	-০.৩৪	১৬.০১	১০.১৮
৬.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২
৭.	মূল ও মিশ্র ইপিএস	০.১৭০	০.০৭০	০.২৬০	০.৮৩০	১.৯২০	২.৪১০

দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ -এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্যদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।
৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার। তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।
৪ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৫ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/ পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
হোলটাইম ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মঙ্গলবাড়িতে যুবসাথী প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতোই রবিবার থেকে শুরু হল যুব সাথী প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশনের কাজ। এদিন সকাল থেকেই পুরাতন মালদা শহরের মঙ্গলবাড়ি সংলগ্ন গৌড় মহাবিদ্যালয়ে শুরু হয় যুব সাথী প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প। প্রথম দিনের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ, কাউন্সিলর শ্যাম মন্ডল, বিশ্বজিৎ হালদার ,শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা-সহ পুরাতন মালদা পুরসভার কর্মকর্তারা।

সংশ্লিষ্ট পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। পাশাপাশি পুরাতন মালদা পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে। মাধ্যমিক পাস ২১ বছর থেকে ৪১ বছর বয়সের বেকার যুবক-যুবতীরা এই প্রকল্পের আবেদন করতে পারবেন। ক্যাম্পে এসে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যুবক ও যুবতীদের জন্য যে যুবসাথী প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন, সেই প্রকল্পে বেকার যুবক-যুবতীরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে তাদের নির্দিষ্ট বয়স অনুযায়ী। তাই আমরা এই যুবক-যুবতীদের সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এদিনের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদনপত্র বিলি করা এবং পূরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার চেষ্টা চালিয়েছি। আবেদনকারী যুবক ও যুবতীরা আগামী এপ্রিল মাস থেকে তাদের সাম্মানিক পাওয়া শুরু হবে।'

শেওড়াফুলিতে আহত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। হুগলির শেওড়াফুলিতে বিজেপি কর্মীর নাক ফাটানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গুলি করে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে দেওয়াল দখলের অভিযোগ তৃণমূলের। অভিযোগ অস্বীকার কাউন্সিলরের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার শেওড়াফুলি কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। বিজেপির অভিযোগ, দিল্লি রোড সংলগ্ন একটি কেমিক্যাল কারখানায় দিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরোয়। সেই বিষয়টি রাতে বিজেপি কর্মীরা দেখতে যায় গোবিন্দ কলোনি এলাকায়। অভিযোগ, সেই সময় ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর হরিপদ পাল তাঁর দলবল নিয়ে আক্রমণ করে বিজেপি কর্মীদের উপর। বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। অভিযোগ, নাক ফেটে রক্ত বেরতে থাকে এক বিজেপি কর্মীর। এরপর রাতেই শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ করা হয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। আহত বিজেপি কর্মী শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা অমানিশ আইয়ার বলেন, 'হরিপদ বলেছে দানা ভরে দেবে। শেওড়াফুলিতে এই রাজনীতি ছিল না। আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়ব।' অভিযোগ অস্বীকার করেন তৃণমূল কাউন্সিলর হরিপদ পাল বলেন, 'ঝামেলার অভিযোগ শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি ধাক্কাধাক্কি হয়েছে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে। বিজেপি কর্মীরা রাধা গোবিন্দ কলোনী এলাকায় গিয়ে উত্তপ্ত করছিল। আমাদের সাংসদের নামে দেওয়াল লেখা ছিল, তার উপর বিজেপি পোস্টার মেরে দেয়। সেটা তুলে নিতে বলা হয়েছিল ওরা শোনেনি।'

দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার নাট্যোৎসবের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দত্তপুকুর: শেষ হল দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার 'নাট্য উৎসব ২০২৬'। তাদের নিজস্ব শিল্পশালায় ১২-১৫ ফেব্রুয়ারি চার দিন ধরে চলা এই উৎসবে প্রদর্শিত হল ৫টি নাটক। আশিস দাসের নির্দেশনায় গোবরডাঙা নকসা'র প্রযোজনা 'কবিরা খাড়া বাজার মে' নাটক দিয়ে উৎসবের শুরু হয়। পরবর্তীতে আশিস চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় গোবরডাঙা শিল্পায়ণের প্রয়োজন 'উত্তমপুরুষ', জীবন অধিকারীর নির্দেশনায় মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের প্রযোজনা 'যুযুধান' প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা তাদের দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে। দৃষ্টি নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তথা বিশিষ্ট নির্দেশক ও অভিনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' ও বাদল সরকারের 'স্যুটকেস' নাটক দুটি। দুটি প্রযোজনার মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে প্রথম প্রদর্শনেই 'ডাকঘর' নাটকটির সামগ্রিক ভাবনা, তার উপস্থাপনা, দৃশ্যকল্প, আবহে রাবীন্দ্রিকতার ছোঁয়া বজায় রেখে মফস্বলীয় থিয়েটারের গন্ডি ভেঙে এক সৃজনশীল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধি

কাঁকসায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইক মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ কৃষক ভাতা ও অন্যান্য প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধি করায় খুশি রাজ্যের মানুষ। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার মানুষ যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুনরায় ভোট দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানান, সেই আবেদন নিয়ে এদিন পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে মিছিল শুরু করে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে মিছিল পানাগড় রেলপাড়ে শেষ হয়।

এদিন এই বাইক মিছিলে প্রায় দেড় হাজার তৃণমূলের কর্মী, সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস বক্সি জানিয়েছেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি তৈরি করেছেন তাতে রাজ্যের মানুষ উপকৃত হয়েছে।' কাঁকসা

ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, 'সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখে আমাদের এই বাইক মিছিল। এই মিছিল থেকে সাধারণ মানুষকে তৃণমূলের পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।'

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com
ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরেকটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে, যা এক বছরের জন্য, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা হয়েছে, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি বা কেনা ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য প্রযোজ্য।
এই বিশেষ উইন্ডোটি সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথি/প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া/পরিপূরণ করা হয়নি। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের অনুরোধগুলি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১-এর কাছে contact@mdplcorporate.com/ compliance@mdplcorporate.com ঠিকানায় জমা দিতে পারেন। যোগাযোগ নম্বর ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮, ২২৪৩৫০২৯ অথবা কোম্পানির ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, যোগাযোগ- ২২৪৮৯৮০৮/ ২২৪৩৫০২৯, ই-মেইল- jaibalaji@jaibalajigroup.com ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারেন।
এই সময়ের মধ্যে, স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা করা হবে, শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে, যখন আরটিএ সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে সনাক্ত করবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তরিত/লিয়েন-মার্ক/অংশগ্রহণ করা হবে না।
অতএব, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যথাযথভাবে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিলগুলি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সর্বোপরি সম্পূর্ণ, কোম্পানির আরটিএ-তে জমা বা পুনর্দাখিল করতে পারেন।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এফ৬২৮৫

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্থান : কলকাতা

লা ওপালা আরজি লিমিটেড

রেজি. অফিস : ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম - ৪, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং : +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল : info@laopala.in, www.laopala.in
CIN : L26101WB1987PLC042512

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং নয় মাস এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

কোম্পানির ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংবদ্ধ করা হয়েছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদনের পর ।
কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল সংক্ষিপ্ত পর্যালোচিত।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের ফলাফলের পূর্ণ বয়ান স্টকএক্সচেঞ্জগুলির যেমন - বিএসই লিমিটেড (www.bseindia. com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবপেজ **https://www.laopala.in/uploads/documents/LORG_Outcome_BM_14022026.pdf** থেকে পাওয়া যাবে এবং কিউ আর কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
লা ওপালা আরজি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজিত ঝুনঝুনওয়ালা
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০১১১৮৭২

তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই বেলদা শাখা (০২০১৭) — গাড়ি নিলাম

গ্রাম ও পোঃ- বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৪২৪
ই-মেল : sbi.02017@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ : নাম : শ্রী সতীশ কুমার, ই-মেল: cmruralr3.zohow@sbi.co.in, যোগাযোগ নং ৮৩৭৩০৫৩৬৯০ / ৯৭৩২৬৪৭০৯৫

ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ পুরনো বাজেয়াপ্ত গাড়িগুলি **২৫.০২.২০২৬ (বুধবার)** তারিখে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস (আরবিও ৩), ২য় তল, টাওয়ার- ০১, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট, পোঃ- ইন্দা, খড়গপুর, পিন- ৭২১৩০৫** -তে। **যোগাযোগ নং ৮৩৭৩০৫৩৬৯০ / ৯৭৩২৬৪৭০৯৫।**

গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় এবং স্থান	নির্মাণ বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য	সংরক্ষিত মূল্য
১.	**তৈরি/মডেল:** টৌটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিঃ SAFARI 7SXE 2LBS6PH2, **রেজিস্ট্রেশন নং.** WB34CD5616, **ইঞ্জিন নম্বর** 46354442-4266998, **চেসিস নং:** MAT631022PWH29625, **রেজিস্ট্রেশন তারিখ- ০৭.০৯.২০২৩, মালিকের নাম: কৌশিক কর্মকার**	২১.০২.২০২৬ (শনিবার) সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ৩টা এসবিআই (আরবিও ৩) খড়গপুর	২০২৩	৫০০০.০০ টাকা	৯,৩৭,৮০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য : প্রযোজ্য হার অনুযায়ী এই মূল্য জিএসটির সঙ্গে যুক্ত
গাড়ি '**যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের **(ইএমডি ৯৩,৭৮০.০০ টাকা)** ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **"এসবিআই, বেলদা শাখা" -র অনুকূলে, নগদ গৃহীত হবে না, ২৩.০২.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩:০০ টার** পূর্বে পর্যন্ত নিলামস্থলে। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের** ভিতর। **কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, বেলদা শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ১৬.০২.২০২৬
স্থান : বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই বেলদা শাখা

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN: L52110WB1985PLC240038
রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com, ওয়েসাইট: https://www.ankurmarketing.com/, টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড-এএস) মেনে প্রস্তুত করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ -তে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	২৮.১৫	২৮.১৫	২৭.৫৫	৮৪.৪৬	৮২.৬৬	১১০.২১
২.	অন্যান্য আয়	১০৬.৫৯	১০৬.১০	৯৯.৫৩	৩১৮.২২	২৯১.৫৩	৩৯১.৯৭
৩.	**মোট আয় (১ + ২)**	**১৩৪.৭৫**	**১৩৪.২৫**	**১২৭.০৮**	**৪০২.৬৮**	**৩৭৪.১৯**	**৫০২.১৮**
৪.	খরচসমূহ						
	(ক) কর্মচারী সুবিধা খরচ	২২.৩০	২৪.৫২	২৯.১৭	৭৩.৮৭	৮৪.৪০	১১২.০৩
	(খ) অবচয় এবং বিলোপন খরচ	৫.৭৪	৮.৫৫	৮.৬৬	২২.৮৫	২৫.৯৪	৩৪.৫৩
	(গ) অর্থায়ন খরচ	০.৬৫	০.৮৩	১.৭৩	২.৫৬	৫.৬৩	৬.৯৬
	(ঘ) অন্যান্য খরচ	২০.০৭	১৭.২২	২৫.১৮	৬২.৪৫	৬৫.১৫	৮৩.৩০
	মোট খরচ	**৪৮.৭৭**	**৫১.১২**	**৫৯.৭৪**	**১৬১.৭৪**	**১৮১.১২**	**২৩৬.৮২**
৫.	**ব্যতিক্রমী আইটেম এবং অসাধারণ আইটেম ও করের আগে লাভ (ক্ষতি) (৩-৪)**	**৮৫.৯৮**	**৮৩.১২**	**৬৭.৩৪**	**২৪০.৯৫**	**১৯৩.০৭**	**২৬৫.৩৬**
৬.	ব্যতিক্রমী আইটেমসমূহ	-	-	-	-	-	-
৭.	অর্থায়ন খরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেমসমূহের আগে সাধারণ কার্যক্রম থেকে লাভ (৫-৬)	**৮৫.৯৮**	**৮৩.১২**	**৬৭.৩৪**	**২৪০.৯৫**	**১৯৩.০৭**	**২৬৫.৩৬**
৮.	অসাধারণ আইটেমসমূহ	-	-	-	-	-	-
৯.	**করের আগে নিট লাভ/(ক্ষতি) (৭-৮)**	**৮৫.৯৮**	**৮৩.১২**	**৬৭.৩৪**	**২৪০.৯৫**	**১৯৩.০৭**	**২৬৫.৩৬**
১০.	কর খরচ :						
	(i) চলতি কর	১৫.০৬	১৫.০৫	১১.৮৮	৪২.৩৫	৩১.৫৫	৪২.৪০
	(ii) স্থগিত কর	০.১৮	(০.৫৩)	০.০৮	(০.৮৮)	(০.২৬)	০.০৯
	(iii) পূর্ববর্তী বছরগুলোর জন্য আয়কর	-	-	০.০৯	-	-	(০.২৫)
	মোট কর খরচ	১৫.২৩	১৪.৫২	১২.০৫	৪১.৪৭	৩১.২৯	৪২.২৪
১১.	**চলমান কার্যক্রম থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি) (৯-১০)**	**৭০.৭৫**	**৬৮.৬১**	**৫৫.২৯**	**১৯৯.৪৮**	**১৬১.৭৯**	**২২৩.১২**
১২.	বন্ধ করে দেওয়া কার্যক্রম থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি)	-	-	-	-	-	-
১৩.	বন্ধ করে দেওয়া কার্যক্রমের কর খরচ	-	-	-	-	-	-
১৪.	বন্ধ করে দেওয়া কার্যক্রম থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী)	-	-	-	-	-	-
১৫.	**নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) (১১ + ১৪)**	**৭০.৭৫**	**৬৮.৬১**	**৫৫.২৯**	**১৯৯.৪৮**	**১৬১.৭৯**	**২২৩.১২**
১৬.	অন্যান্য ব্যাপক আয়						
	(i) যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না - অ্যাকচুয়ারিয়াল (ক্ষতি)/লাভ	-	-	-	-	-	-
	(ii) যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না, সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত আয়কর	-	-	-	-	-	-
	(iii) যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে	-	-	-	-	-	-
	(iv) যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে, সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত আয়কর	-	-	-	-	-	-
১৭.	**নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়**	**৭০.৭৫**	**৬৮.৬১**	**৫৫.২৯**	**১৯৯.৪৮**	**১৬১.৭৯**	**২২৩.১২**
১৮.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০/-)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
১৯.	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-
২০.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) [ত্রৈমাসিকের ইপিএস বার্ষিকীকরণ করা হয়নি]						
	(ক) মৌলিক	২.৩৬	২.২৯	১.৮৪	৬.৬৫	৫.৩৯	৭.৪৪
	(খ) মিশ্রিত	২.৩৬	২.২৯	১.৮৪	৬.৬৫	৫.৩৯	৭.৪৪

আর্থিক ফলাফলের দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন। এই পর্যালোচনা রিপোর্টে এমন কোনো পর্যবেক্ষণ নেই যা উক্ত সময়ের আর্থিক ফলাফলের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে।
২ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি পূর্ববর্তী সময়ের ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট নোটের সাথেই পড়া উচিত।
৩ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, সেজন্য কোনও পৃথক সেগমেন্ট তথ্য দেওয়া নেই।
৪ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ৩,১৩৩ লক্ষ (৩১.১২.২০২৫ তারিখে বকেয়া ১,৬৭১.৮৫ লক্ষ) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ একাডেমি, ১,৮৬৮ লক্ষ (৩১.১২.২০২৫ তারিখে বকেয়া ৪৭.৪৫ লক্ষ)।
৫ ইনড এএস অনুযায়ী ফেয়ার ভ্যালুয়েশনের ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য ব্যাপক আয়ের প্রভাব বছরের শেষে হিসাবভুক্ত করা হবে। এই কারণে ত্রৈমাসিক ফলাফলে এর কোনো প্রভাব দেখানো হয়নি। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপক আয়ের সাথে সম্পর্কিত স্থগিত করের প্রভাবও বছরের শেষে প্রদান করা হবে।
৬ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.ankurmarketing.com এ পাওয়া যাবে।
৭ বর্তমান সময়ের/বছরের সাথে তুলনামূলক করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের/বছরের পরিসংখ্যানগুলো পুনর্গঠিত বা পুনর্শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[DIN: 01021359]

তারিখ: ১৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম বিলি শুরু হতেই অন্ডাল ব্লক অফিসে নজরকাড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: যুবসাথী প্রকল্প হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ, যার মাধ্যমে কর্মহীন যুবকদের প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি শ্রম বিভাগ দ্বারা পরিচালিত, যার মূল লক্ষ্য বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

রবিবার অন্ডাল ব্লকে এদিন প্রথম শুরু হল যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম দেওয়ার কাজ। সকাল থেকেই ফর্ম নিতে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। অন্ডাল ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবাঞ্জন দত্ত জানান, 'সরকারের যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে এবং তা সকাল থেকেই চলছে সুষ্ঠুভাবেই। সাধারণ মানুষ যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য অনেকগুলি ক্যাম্প বসানো হয়েছে। পাশাপাশি কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রয়েছে পুলিশ প্রশাসনও।' যুবসাথী প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হল আর্থিক সহায়তা, নির্বাচিত কর্মহীন যুবকদের প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে বেকার ভাতা বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল কর্মসংস্থান ব্যাংকের নথিভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। চাকরিপ্রার্থী হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাশ হতে হবে। ১ এপ্রিল অনুযায়ী বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। পরিবারের শুধুমাত্র একজন সদস্য এই সহায়তা পেতে পারেন।

যুবসাথী প্রকল্পের সুবিধার্থে যুবকদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: রবিবার রাজ্যের প্রায় সব বিধানসভা কেন্দ্রে 'যুব সাথী' প্রকল্পটি ধুমধামের প্রকল্পের ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে। জামুড়িয়া ব্লক-২-এর কেন্দা ফাঁড়ি ফুটবল গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক হরে রাম সিং। ছিলেন জামুরিয়া ব্লকের (বিডিও), পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্বোধনের প্রথম দিনেই বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি এলাকার সকল বেকার যুবক-যুবতীকে সরকারি পরিষেবা এবং প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে এই শিবিরটি আয়োজন করা হয়েছিল। জামুড়িয়া ব্লক-২-এর প্রতিটি বেকার যুবক-যুবতীকে উপকৃত করার লক্ষ্যে এই শিবিরটি ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই বিষয়ে জামুড়িয়া বিধায়ক হরে রাম সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, যুবসাথী শুরু করেছেন। এর পাশাপাশি, কৃষি শ্রমিকদের জন্য একটি প্রকল্পও শুরু করা হয়েছে। আজ থেকে এটি শুরু হয়েছে।' হরে রাম সিং আরও

বলেন, 'যুবসাথী প্রকল্পের আওতায়, ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি যে কোনও যুবক, যিনি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পাশ বাসিন্দা, এই প্রকল্পে নিবন্ধন করতে পারবেন এবং পরবর্তী ৫ বছর ধরে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি, যেসব কৃষি শ্রমিকের নিজস্ব জমি নেই তাঁদের জন্যও একটি প্রকল্প রয়েছে। এই ধরনের কৃষি শ্রমিকদের বছরে দুবার ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা দেওয়া হবে।'

বিধায়ক হরে রাম সিং বলেন, 'এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, যার ফলে কোটি কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পটি আজ থেকে শুরু হয়েছে এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।' এই বিষয়ে জামুড়িয়ার বিধায়ক ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যুবসাথী নামে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করেছে। হ্যাঁ, এর আওতায়, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি বেকার যুবকরা প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা পাবে। তারা পাবে ১০০০ টাকা। ১৫০০ টাকা হলে, তাদের মাধ্যমিক পাশ করতে হবে। এর সঙ্গে, আজ এখানে কৃষি শ্রমিকদের জন্য একটি প্রকল্পও শুরু হয়েছে, তারা বছরে দুবার ২০০০ টাকা এবং ৪০০০ টাকা পাবে। এবং যাদের নাম এখনও লক্ষ্মী ভান্ডারে আসেনি তারাও এখানে লক্ষ্মী ভান্ডারের জন্য আবেদন করতে পারেন। লক্ষ্মী ভান্ডার পাওয়া মেয়েরা যুবসাথীর জন্য আবেদন করতে পারবেন না।'

গাজোলে পথদুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার গাজোলে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। আহত দুই। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি সরাসরি ধাক্কা মারে মোটরবাইকে। এরপর বেপরোয়া গতিতে ওই চার চাকার গাড়িটি ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পথচারীকে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকার রাজ্য সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সঞ্জয় মন্ডল (৪০)। তাঁর বাড়ি ভুতনি থানার পন্ডিতটোলা এলাকায়। আহতদের নাম অশোক দাস (২৫) এবং হিরা দাস (২৯)। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন গাজোল-বামনগোলা রাজ্য সড়কের চণ্ডীপুর এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে প্রথমে মোটর বাইকটিকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে থাকা একটি চায়ের দোকানে হুড়মুড়িয়া ঢুকে পড়ে। সেখানে দু'জন পথচারী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা ওই চার চাকার গাড়ির ধাক্কায় রীতিমতো জখম হন। আহতদের গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করলে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে আর মালদা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। এরপর রবিবার সকালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় ঘাতক ওই চার চাকার গাড়ির মালিক ও চালকের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

শিবভক্তদের সেবায় উখড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া: শিবরাত্রির দিন শিব ভক্তদের হাতে পুজোর ডালি তুলে দিল উখড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। মহাশিবরাত্রি বা শিবরাত্রি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দুধর্মীয় উৎসব। এই মহাশিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয়। মহাশিবরাত্রি হল সনাতন ধর্মালম্বীদের আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব 'শিবের মহা রাত্রি'। শিবপুরাণ অনুসারে, এই রাত্রেই শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহা তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। আবার এই রাত্রেই শিব ও মাতা পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। অন্ধকার আর অজ্ঞতা দূর করার জন্য এই ব্রত পালিত হয়। অগণিত ভক্ত এইদিন শিবলিঙ্গে গঙ্গাজল, দুধ, বেলপাতা, ফুল দিয়ে পূজা করে থাকে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তথা উখড়া পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান সরণ সায়গল জানান, ২০২৫ সাল থেকে তারা এই ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। এদিন অনুষ্ঠানটি হয় উখড়া

শংকরপুর মোড়ের সামনে। এই রাস্তার ওপর দিয়ে এখানকার বিখ্যাত শিব মন্দির বিশ্বেশ্বরী নীলকণ্ঠ তলায় প্রচুর ভক্ত বাবা শিবের মাথায় জল ঢালতে যান। তাই তাদের দাঁড় করিয়ে ভক্তদের হাতে পুজোর ডালি তুলে দিল উখড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। পুজো করতে বেরিয়ে হাতে পুজোর ডালি পেয়ে খুশি ভক্তরাও।

ঝাড়গ্রামে ভোটারদের আশ্বাস ডিজিপি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আগামী বিধানসভা ভোটে মানুষ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যাবস্থার আশ্বাস দিলেন ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডে। রবিবার তিনি শিলদা পুলিশ ক্যাম্পে শহিদ জওয়ানদের স্মরণ সভায় যোগ দিয়ে বলেন, আগের জঙ্গল মহলের সঙ্গে এখনকার জঙ্গল মহলের অনেক পার্থক্য। সেই আতঙ্কের আবহাওয়া এখন আর নেই। জঙ্গল মহল এখন অনেক উন্নত।' তিনি আশ্বাস দেন, সব রকম আতঙ্ক, বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে মানুষ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম ব্যবস্থা করা হবে। ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা নাগাদ শিলদার ইএফআর ক্যাম্পে অতর্কিতে হামলা চালায় মাওবাদীরা। মাওবাদীদের গুলিতে ২৪ জন ইএফআর জওয়ান শহিদ হন। যা এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় মাওবাদী নাশকাতার ঘটনা। তখন অবস্থা এমনই ছিল যে, পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনীও সঠিক সময়ে পৌছাতে পারেনি। রবিবার সেই শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর ডিজিপি তখনকার অবস্থার

সাথে এখনকার অবস্থার কথা তুলে ধরেন। ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডে ছাড়াও শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনিত গোয়েল, এডিজি (সিআইডি) অজয় নন্দা সহ ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার এসপি এবং ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।

বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে পোস্টার!

প্রতিবাদে উত্তাল আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পোস্টার রাজনীতিতে উত্তপ্ত আরামবাগ। পরপর বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ও খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নামে পোস্টার পড়ে। এই পোস্টার পড়ায় প্রতিবাদে নামে বিজেপি। থানা ঘেরাও করে তারা। খানাকুল থানার গেটের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। 'রাজনৈতিক ইস্যুর অভাব, নাকি সুপরিকল্পিত কুৎসা', এই বিতর্ককে ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আরামবাগ মহকুমার রাজনীতি। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত এলাকায় একের পর এক বিতর্কিত পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কখনও স্থানীয় বিধায়ককে 'নিখোঁজ' বলে কটাক্ষ, আবার কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করে 'লম্পট' শব্দ ব্যবহার এমন পোস্টার রাতের অন্ধকারে দেওয়াল জুড়ে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই পোস্টারগুলিতে কোথাও কোনও সংগঠন বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ নেই। ফলে কারা বা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই পোস্টার দিচ্ছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তবে লক্ষ্যণীয়, যে সমস্ত পোস্টার পড়ছে তার অধিকাংশই বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে।

আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই শাসক

দল পরাজিত হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে বিজেপির অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে শাসক দল পরিকল্পিতভাবে এই 'পোস্টার রাজনীতি'র আশ্রয় নিয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আড়ালে থেকে তৃণমূলই এই ধরনের কুৎসা রটাচ্ছে। বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'জনসমর্থন না থাকলে দেওয়ালে কুৎসা লেখা হয়। বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে প্রশাসনিক বা আইনি পথে তা তোলা উচিত। কিন্তু নামবিহীন পোস্টার দিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ নোংরা করা হচ্ছে। তৃণমূল যুব সভাপতি পলাশ রায় এই নোংরা রাজনীতি করছে। থানা অভিযোগ করা হয়েছে। এর শেষ দেখে ছাড়ব।' অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এর সঙ্গে সংগঠনের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করতেই এই পোস্টার দিয়েছেন। যুব তৃণমূলে নেতা পলাশ রায় বলেন, 'নিজেদের কেলেঙ্কারি ঢাকতে তৃণমূলের নামে দোষ চাপানো হচ্ছে। ওনার মুখোশ খুলে গেছে।' এখন প্রশ্ন, এই পোস্টার রাজনীতি কি আরও বড় রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ নেবে, নাকি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে? আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক পরিবেশ আপাতত সেই উত্তরই খুঁজছে।

যুবসাথী প্রকল্পের ক্যাম্পে আসা যুবক-যুবতীদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: যুবসাথী প্রকল্পের ক্যাম্পে আসা যুবক-যুবতীদের ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হল। কালনা পুরোশ্রী হলে যুব সাথী রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে রবিবার সকাল থেকেই উপচে পড়ে যুবক-যুবতীদের ভিড়। এদিন ক্যাম্প উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন সঙ্গে ছিলেন পৌরমাতা রিনা ব্যানার্জি, ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল, কাউন্সিলর সন্দীপ বসু, মৌসুমী কার্ফা, সৌরভ হালদার-সহ বিশিষ্টজনেরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ভিড় জমে ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকদের। যুবসাথী প্রকল্পে রেজিস্ট্রেশন করতে পেরে খুশি যুবক যুবতীরা। প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করে ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছেন, দেড় হাজার টাকা বড় বিষয় নয়, কারোর চাকরির ক্ষেত্রে ছোটাছুটি করার সময় খরচ, কিংবা চাকরির ফর্ম ফিলাপ করার সময় যে খরচ হয়, সেটি এই টাকা থেকেই তারা খরচ করতে পারবে। মুহূর্তের সময় ভীষণ উপকারে লাগবে তাদের। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানান যুবক যুবতীরা।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৪.০৩.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **প্রয়াত বাসুদেব দাস, আইন উত্তরাধিকারী/জামিনদাতা দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী :** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী এবং স্ত্রী এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা) **খ) শ্রী আশিস দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাসের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী), **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাসের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী), **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (স্বামী তপন দাস এবং প্রয়াত বাসুদেব দাস এর কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী)।	**১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৫৭৮- ১৯৯৬ সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে।** **২.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- কাকদ্বীপ, জেএল নং - ৩৯ তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২০-১৯৯৩ সালের সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে।** **৩.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা -কাকদ্বীপ, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২২-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে।** ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা -কাকদ্বীপ, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২১-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা)** **১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৫.০২.২০২৬ এবং ২৮.০২.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

KARNIKA INDUSTRIES LIMITED
CIN : L17299WB2022PLC253035
Regd. Off:- 6 & 6/1, Gurgola Ghat Road, P.O. Salkia, Howrah - 711106 (West Bengal)
Email- info@karnikaindustries.com, Phone No- 033-2655-8101, +91-98302-28105, Website - https://karnikaindustries.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2025

(₹ in Lakhs) (₹ in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	Standalone						Consolidated	
		Quarter Ended			Nine Month Ended		Year Ended	Quarter Ended	Nine Month Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2025	31.12.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited
I	Total Income	6092.08	6983.77	1530.65	16496.63	11383.38	17627.97	7419.53	17827.76
II	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extra ordinary items)	848.19	1275.84	186.40	2538.60	1566.08	2417.11	884.93	2575.35
III	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extra ordinary items)	848.19	1275.84	186.40	2538.60	1566.08	2417.11	884.93	2575.35
IV	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extra ordinary items)	629.21	938.88	141.23	1875.65	1175.87	1803.05	660.50	1906.95
V	Total Comprehensive Income for the Period (comprising profit/(Loss) after tax for the period)	449.04	862.94	115.61	1789.46	1265.61	1779.93	480.33	1820.76
VI	Paid -up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per share)	6,199.75	6,199.75	1,239.95	6,199.75	1,239.95	1,239.95	6,199.75	6,199.75
VII	Other Equity	2,777.33	2,148.12	5,105.45	2,777.33	4,070.83	5,838.35	2,777.33	2,777.33
VIII	Earnings Per share (EPS) of Rs 10 each (not annualised)								
	(1) Basic & Diluted (Rs.)	1.01	3.29	1.14	5.45	9.48	14.54	1.05	5.52

Note to Financial Results:
The above is an extract of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2025. The full format of Quarterly Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.nseindia.com and also on Company website at https://karnikaindustries.com.

By order of the Board
For Karnika Industris Ltd.
Sd/-
Niranjan Mundhra
(Managing Director)
DIN: 05254448

Place: Howrah
Date: 14th, February, 2026

J.G.Chemicals Limited
Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2025

(₹ in Crores except EPS data)

Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year ended
	31-12-2025 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	31-12-2024 (Unaudited)	31-12-2025 (Unaudited)	31-12-2024 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)
Revenue from operations	248.47	220.27	209.08	686.76	623.69	847.94
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	24.51	20.35	23.96	66.71	68.35	89.90
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	24.51	20.35	23.96	66.71	68.35	89.90
Net Profit / (Loss) for the period after tax	18.36	15.03	17.81	49.75	50.85	66.76
Total comprehensive income for the period	18.73	15.03	17.81	52.36	57.00	69.11
Paid up Equity Share Capital [Face value ₹10 per share]	39.19	39.19	39.19	39.19	39.19	39.19
Total Reserves		-	-		-	425.57
Earnings per Equity Share (of ₹10 each) Basic and Diluted (Not Annualised*)	*4.50	*3.67	*4.33	*12.20	*12.42	16.34

Notes :
1. Additional information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year ended
	31-12-2025 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	31-12-2024 (Unaudited)	31-12-2025 (Unaudited)	31-12-2024 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)
Revenue from operations	70.46	59.60	60.37	201.03	196.31	271.82
Profit before exceptional item and tax	5.14	5.53	4.83	19.14	18.46	27.00
Profit before tax	5.14	5.53	4.83	19.14	18.46	27.00
Profit after tax	3.76	4.14	3.54	14.26	13.66	20.02

2. The Unaudited Consolidated Financial Results and Unaudited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2026. The Statutory Auditors have given Limited Review Report on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.jgchem.com).
4. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Suresh Jhunjhunwala
Chairman and Whole-time Director

Date : 14.02.2026
Place: Kolkata

কংগ্রেস সর্বদাই মিথ্যা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে: শাহ

গান্ধিনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি: কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস নেতৃত্ব সর্বদা মিথ্যা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। কটাক্ষ করে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'আমি এটা শুনে হাসি। সংসদে কংগ্রেসের শাহজাদা রাহুল গান্ধি কৃষকদের কথা বলছেন। এখন আমি তাঁকে বলতে চাই, আপনি কৃষকদের কাছ থেকে কত শস্য কিনেছেন? ইউপিএ সরকারের ১০ বছর এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১০ বছর, আমরা আপনার চেয়ে ১৫ গুণ বেশি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কিনেছি। নরেন্দ্র মোদীজি কৃষকদের বাজেট ২৬ হাজার কোটি টাকা থেকে ১ লক্ষ ৯ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার কাজ করেছেন।'

বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার গুজরাতের গান্ধিনগরে দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা চালু করেছেন। এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, 'তিনি (রাহুল গান্ধি) ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেনের সঙ্গে এফটিএ নিয়ে বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন এবং বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি কৃষকদের স্বার্থের ক্ষতি করেছে। আমি রাহুল

গান্ধিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই। যে কোনও প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন, বিজেপির যুব শাখার সভাপতি এসে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন, কে ক্ষতি করেছে? আজ, আমি এই প্ল্যাটফর্মে দেশের কৃষকদের বলতে এসেছি, রাহুল গান্ধি মিথ্যা বলছেন; তিনি দেশের কৃষকদের বিভ্রান্ত করছেন। ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এফটিএ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃষকদের সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করেছেন। কারও চিন্তা করার দরকার নেই।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'রাহুল গান্ধি, আপনি মিথ্যা ছড়াচ্ছেন। রাহুল গান্ধি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বাণিজ্য চুক্তি করে আমাদের দুগ্ধ ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমরাই সেই মানুষ যারা দুগ্ধের পথ প্রশস্ত করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমস্ত চুক্তিতে দুগ্ধ ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়ার কাজ করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের কৃষিপণ্য এবং আমাদের মৎস্যজীবীদের পণ্য সারা বিশ্বের বাজারে পৌঁছনোর পথ খুলে গেছে। আবারও, আমি ভারতের মৎস্যজীবীদের, ভারতের গবাদি পশুপালকদের এবং ভারতের কৃষকদের আশ্বস্ত করতে চাই, বিজেপির নেতা প্রধানমন্ত্রী মোদী কখনও আপনার স্বার্থের সঙ্গে আপস করতে পারবেন না।'

'কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা', বাণিজ্য চুক্তিতে ফের সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার তিনি দাবি করেন, কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। রাহুল এদিন এক্স-এ জানান, 'মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির নামে ভারতীয় কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করছি আমরা। আমি প্রধানমন্ত্রীকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। প্রথমত, ডিডিজি আমদানির আসল উদ্দেশ্য কী? এর অর্থ কি ভারতীয় গবাদি পশুদের জিএম আমেরিকান ভুট্টা থেকে তৈরি ডিস্টিলারের শস্য খাওয়ানো হবে? এর ফলে কি আমাদের দুগ্ধজাত পণ্যগুলি কার্যকরভাবে মার্কিন কৃষি শিল্পের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে না? দ্বিতীয়ত, আমরা যদি জিএম সয়া তেল আমদানির অনুমতি দিই, তা হলে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং সারা দেশে আমাদের সয়া চাষিদের কী হবে? তারা কী ভাবে আর একটি দামের ধাক্কা সহ্য করবে?'

রাহুল গান্ধি আরও জানান, 'তৃতীয়ত, যখন আপনি 'অতিরিক্ত পণ্য' বলেন, তখন এর মধ্যে কী

অন্তর্ভুক্ত? এটি কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাল এবং অন্যান্য ফসলের আমদানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত করার চাপ নির্দেশ করে? চতুর্থত, 'অ-বাণিজ্য বাধা' অপসারণের অর্থ কী? ভবিষ্যতে কি ভারতকে জিএম ফসলের উপর তার অবস্থান শিথিল করার, ক্রয় দুর্বল করার, অথবা এমএসপি এবং বোনাস কমানোর জন্য চাপ দেওয়া হবে?'

রাহুল এক্স মাধ্যমে আরও জানান, 'এটি কেবল আজকের বিষয় নয়। এটি ভবিষ্যতের বিষয়ও- আমরা কি অন্য দেশকে ভারতের কৃষি শিল্পের উপর দীর্ঘমেয়াদি দখল অর্জনের অনুমতি দিচ্ছি?'

দেশবাসীকে শিবরাত্রির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, 'মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আমি প্রার্থনা করি, মহাদেবের আশীর্বাদ সবার ওপর চিরকাল স্থায়ী হোক এবং আমাদের দেশ যেন উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এক্স মাধ্যমে সমস্ত দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানান। তিনি এক্স মাধ্যমে উল্লেখ করেন, 'আমি প্রার্থনা করি আদিদেব মহাদেব সর্বদা সকলের ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। মহাদেবের আশীর্বাদ সকলের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এবং আমাদের ভারত সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছুক। হর হর মহাদেব!'

সমস্ত দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে শিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার এক্স মাধ্যমে রাহুল লেখেন, 'আমার সকল দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির আন্তরিক শুভেচ্ছা। শিবশক্তির আশীর্বাদ সর্বদা আপনার জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। হর হর মহাদেব।'

সন্ত্রাসবাদে আঘাত হানতে ভূস্বর্গে ৮ হাজার বেনামি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ

শ্রীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি: সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অন্যতম ইন্ধন অর্থ। এবার সেখানেই আঘাত হানল কেন্দ্রীয় সরকার। জম্মু-কাশ্মীরে বাজেয়াপ্ত হল ৮০০০ বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট! কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির বক্তব্য, এই বেনামি অ্যাকাউন্টগুলি আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রেরও অন্যতম 'অস্ত্র'। এর মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য এবং তাদের সহযোগীদের টাকা পাচার করে মদত দেওয়া হত।

সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, গত তিন বছরে নজরদারি চালিয়ে ভূস্বর্গে ৮০০০ বেনামি অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেয়েছেন আধিকারিকরা। ওই অ্যাকাউন্টগুলি ইতিমধ্যে ফ্রিজও করা হয়েছে। বেনামি অ্যাকাউন্টগুলিকে বলা হয় 'মিউল অ্যাকাউন্ট'। ধরা পড়ার ঝুঁকি এড়াতেই এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করে সাইবার প্রতারকরা। সাধারণত কোনও ব্যক্তিকে কিছু সুবিধা বা কমিশনের প্রলোভন দিয়ে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে অপরাধের কাজে ব্যবহার করেন জালিয়াতরা।

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যৌথভাবে সন্দেহজনক ৮০০০ অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং অন্য বাহিনীগুলিকে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা। উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে বেআইনি আর্থিক লেনদেন রুখতে ব্যাপক অভিযান শুরু করে এনআইএ। কিছু অংশে জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থায়ন আটকানো গেলেও বিকল্প 'ডিজিটাল হাওয়ালা' পথে অর্থপাচার অব্যাহত রয়েছে। তা রুখতেই ৮০০০ বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে নিরাপত্তা সংস্থা।

২২ এপ্রিল ফের খুলবে কেদারনাথ

উখিমঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি: শীতের মরশুমে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী এপ্রিল মাসে পুণ্যার্থীদের জন্য পুনরায় খুলতে চলেছে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। রবিবার মহা শিবরাত্রির দিন ঘোষিত হল শুভ মুহূর্ত ও দিনক্ষণ। আগামী ২২ এপ্রিল পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দির। ওই দিন সকাল ৮টায় ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে মন্দিরের দরজা। রবিবার শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি জানিয়েছে, শ্রী কেদারনাথ ধামের দরজা আগামী ২২ এপ্রিল সকাল ৮টায় ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। রবিবার উখিমঠের ওমকারেশ্বর মন্দিরের শীতকালীন গাদ্দিতে মহাশিবরাত্রির শুভ মুহূর্তে তারিখটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত দুই

মান্ড্য, ১৫ ফেব্রুয়ারি: কর্নাটকের মান্ড্য তালুকের কারেকাতে গ্রামের কাছে এক বেসরকারি রাসায়নিক কারখানায় গ্যাস কাটার দিয়ে ক্যাপ খোলার সময় রাসায়নিক পদার্থযুক্ত একটি স্টোরেজ ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মান্ড্য এমআইএমএস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যে কারখানায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে কর্মরত রাজীব কুমার বলেন, 'রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। আমরা বিহার থেকে এসেছি। আমরা ৭-৮ জন ছিলাম।

এটি একটি রাসায়নিক কারখানা এবং ট্যাঙ্কটিতে বিস্ফোরণ হয়েছিল। আমরা ৬-৭ জন উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা আহত হয়েছি। ঠিকাদার এখানে নেই; সে অন্য কোথাও চলে গেছে। তার নাম গুড্ডু খান। নতুন কাজটি মাত্র এক মাস আগে শুরু হয়েছিল। সেই সময় কাটা এবং ফিটিং চলছিল।'

যে কারখানায় ঘটনাটি ঘটেছিল, সেখানে কর্মরত আর এক কর্মী অমন বলেন, 'কোম্পানির রাসায়নিক ট্যাঙ্কের কাছে ৬ জন কাজ করছিলেন, হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দু'জন নিহত হন। আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম না। আকাশ এবং কাল্লু মারা গেছেন। কারখানায় রাসায়নিক তৈরি হত, কিন্তু আমি নির্দিষ্ট রাসায়নিকের নাম জানি না।'

বেঙ্গালুরুর ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা, বাসে ধাক্কা গাড়ির, মৃত ৫ যুবক

বেঙ্গালুরু, ১৫ ফেব্রুয়ারি: বেঙ্গালুরুর জিন্দাল ফ্লাইওভারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পাঁচ যুবকের। একটি দ্রুতগতির গাড়ি উল্টে গিয়ে ধাক্কা মারে রাজ্য পরিবহণ সংস্থার একটি বাসে। শনিবার রাত সাড়ে ১১টার সময় মাদানায়কানাহাল্লি থানা এলাকায় ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। এতেই গাড়িতে থাকা পাঁচ যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

দুর্ঘটনাস্থলেই চার যুবকের মৃত্যু হয়। গাড়ির চালককে গুরুতর অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে হর্ষিত নামে এক যুবকের পরিচয় জানা গিয়েছে। তিনি রাজানুকুন্তের সাই বিদ্যা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, টুমাকুরু থেকে বেঙ্গালুরুর দিকে যাচ্ছিল একটি ইন্ডিকা গাড়ি। ফ্লাইওভারের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ডান দিকের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গাড়িটি দু'বার পাল্টি খেয়ে একটি বাসে গিয়ে ধাক্কা মারে।

ময়দান

বিশ্বজয়ের পরই বোর্ড পরীক্ষা থেকে সরে দাঁড়াল বিস্ময় বালক সূর্যবংশী!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছোটদের ক্রিকেটে এখন যার মুকুটে বিশ্বসেরার খেতাব, সেই বৈভব সূর্যবংশীর জীবনেও এসে গেল কঠিন এক বাস্তব সিদ্ধান্ত। মাঠে তিনি অবিশ্বাস্য, কিন্তু জীবনের সব ম্যাচ যে একইভাবে খেলা যায় না, সেটাই যেন প্রমাণ করল এই ঘটনা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পর জানা গিয়েছিল, এবার সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় বসবে বিহারের এই বিস্ময় প্রতিভা। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল পরীক্ষা। ফর্ম ফিল-আপ থেকে অ্যাডমিট কার্ড; সব প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসা হল না ১৪ বছরের এই ক্রিকেটারের।

বিহারের তাজপুরের 'মডেস্টি স্কুল তাজপুর'-এর ছাত্র বৈভবের পরীক্ষার সিট পড়েছিল পোদ্দার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। স্কুলের ডিরেক্টর আদর্শকুমার পিন্টু জানিয়েছেন, পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই এ বছর পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ একটাই; অত্যন্ত ব্যস্ত ক্রিকেট সূচি। বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই একের পর এক প্রশিক্ষণ শিবির, বিশেষ ক্যাম্প এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হচ্ছে বৈভবকে। এমন পরিস্থিতিতে বোর্ড পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই সিদ্ধান্ত বদল।

তবে এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে এক অসাধারণ সাফল্যের গল্প রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সদ্যসমাপ্ত অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বৈভব খেলেছে এক অবিশ্বাস্য ইনিংস। মাত্র ৮০ বলে ১৭৫ রান, যার মধ্যে সেঞ্চুরি এসেছে ৫৫ বলেই। বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো চাপের মঞ্চে এমন বিধ্বংসী ব্যাটিং শুধু ম্যাচ জেতায়নি, তৈরি করেছে একের পর এক রেকর্ড। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের নজির এখন তার দখলে। দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও তার। গোটা টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ছক্কার মালিকও বৈভব। যুব ওয়ানডে ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কার কীর্তিও গড়েছে সে। এমনকী, প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ এবং তার ফাইনাল; দু'ক্ষেত্রেই সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছে এই কিশোর।

এই সাফল্য নিঃসন্দেহে বিরল। কিন্তু এর পেছনে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সেটাও স্পষ্ট। পড়াশোনা এবং পেশাদার ক্রীড়া; দুই সামলানো সহজ নয়, বিশেষ করে যখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। বৈভবের ক্ষেত্রেও সেই বাস্তবতা সামনে এসেছে। বোর্ড পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত হয়তো সাময়িক বিরতি, ভবিষ্যতে সে আবার পরীক্ষায় অংশ নেবে; এমনটাই আশা করা যায়। কারণ, ক্রিকেটের পাশাপাশি শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

তবু আপাতত বৈভবের ফোকাস ক্রিকেটেই। বিশ্বকাপ ফাইনালে তার ব্যাটিং ইতিমধ্যেই তাকে বিশ্ব ক্রিকেটের আলোচনায় এনে দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী দিনের বড় তারকা হয়ে ওঠার সব উপাদান রয়েছে তার মধ্যে। সেই স্বপ্নপূরণের পথে এগোতেই হয়তো এবার পড়াশোনার পরীক্ষাকে পিছনে সরিয়ে রাখতে হল। জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তই একেকটা মোড়। বৈভব সূর্যবংশীর এই সিদ্ধান্তও তেমনই এক মোড়, যেখানে কিশোর বয়সেই তাকে বেছে নিতে হয়েছে অগ্রাধিকার। মাঠে তার ব্যাট যেমন নির্ভীক, তেমনি ভবিষ্যতেও সে জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো সামলাবে; এটাই এখন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রত্যাশা।

নবির আগুনের জবাব ঘরামির ব্যাটে, রঞ্জির সেমিতে পালটা লড়াই বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোয়ার্টার ফাইনালে যে ব্যাটিং মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, সেমিফাইনালেও যেন সেই ধারাবাহিকতারই পুনরাবৃত্তি। কথা হচ্ছে সুদীপকুমার ঘরামিকে নিয়ে। রনজি ট্রফির ইতিহাসে তাঁর ২৯৯ রানের ইনিংস ইতিমধ্যেই বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। আর জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের প্রথম দিনেও বাংলার ইনিংসকে ভরসা দিলেন তিনিই। তাঁর সেঞ্চুরির সৌজন্যে দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৫ উইকেটে ২৪৯।

কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়ক পরশ ডোগরা। শুরুটা অবশ্য বাংলার জন্য সুখকর ছিল না। ইনিংসের গোড়াতেই শূন্য রানে ফেরেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। চাপে পড়ে যায় ড্রেসিংরুম। তবে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন ও সুদীপ ঘরামি মিলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ধৈর্য ধরে, বলের গুণাগুণ বিচার করে এগোচ্ছিলেন দু'জনেই।

কিন্তু বিপক্ষ দলে রয়েছেন 'কাশ্মীর এক্সপ্রেস' আকিব নবি। গত দুই মরশুমে তাঁর ঝুলিতে ৯০ উইকেট; সংখ্যাটা নিজেই তাঁর প্রভাব বোঝাতে যথেষ্ট। সেটাই প্রমাণ করলেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে হাফসেঞ্চুরি থেকে মাত্র ১ রান দূরে অভিমন্যুকে বোল্ড করে ফেরান তিনি। এরপর বিনা রানে ফিরে যান সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। অনুষ্টুপ মজুমদারও আবার ব্যর্থ (১৪)। মুহূর্তে ৩ উইকেট পড়ে গিয়ে বাংলা ফের চাপে।

সেই সময়েই আবার দায়িত্ব তুলে নিলেন সুদীপ। একদিকে উইকেট পড়লেও অন্য দিকে তিনি ছিলেন অবিচল। শট নির্বাচনে পরিপক্কতা, বোলারদের ক্লান্ত করে দেওয়ার মানসিকতা; সব মিলিয়ে এক পরিণত ইনিংস গড়ে তোলেন। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন শাহবাজ আহমেদ। দু'জনে মিলে ম্যাচের মোড় ঘোরান। ১৪৭

বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সুদীপ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি তাঁর অষ্টম শতরান। ইনিংসের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন বড় ম্যাচে তাঁকেই বাংলার 'রক্ষাকর্তা' বলা হচ্ছে।

দিনের শেষ লগ্নে ৪২ রানে শাহবাজ আউট হলেও কাজের কাজটা হয়ে গিয়েছে। বাংলা পৌঁছে গিয়েছে লড়াইয়ের জায়গায়। ২৪৯/৫; স্কোরবোর্ডে সংখ্যা হয়তো বিশাল নয়, কিন্তু ম্যাচের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মূল্যবান। এখনও সুমন্ত গুপ্ত ও শাকির হাবিব গান্ধির মতো ব্যাটাররা রয়েছেন। ফলে প্রথম ইনিংসে বড় রান তোলার সম্ভাবনা জিইয়ে রয়েছে।

অন্য দিকে জম্মু-কাশ্মীরের ভরসা যদি আকিব নবি হন, তবে বাংলার শক্তিও কম নয়। শামি, আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারের মতো পেসাররা রয়েছেন, যাঁরা জাতীয় স্তরেও নিজেদের প্রমাণ করেছেন। এই পেস আক্রমণ যে কোনও ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে ফেলতে সক্ষম।

সব মিলিয়ে, রনজি সেমিফাইনাল জমে উঠেছে সেয়ানে সেয়ানে লড়াইয়ে। প্রথম দিনের শেষে ম্যাচের রাশ কিছুটা বাংলার হাতে; আর সেই আত্মবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন সুদীপ মার ঘরামি। বড় মঞ্চে বড় ইনিংস খেলাই যে প্রকৃত ব্যাটসম্যানের পরিচয়, তা আর একবার প্রমাণ করলেন তিনি।

রবিবার ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে ভিনটেজ কার র‍্যালির বিজয়ীদের হাতে উঠল পুরস্কার, অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত বিধায়ক মদন মিত্র, ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব চন্দন রায় চৌধুরী, এএআই ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায় , সমর বোস সহ বিশিষ্টজনেরা।

TENDER

E-Tender invited by the undersigned NIT No- Bhaluka/08/15th F.C. (Tied) Memo **No. 358/BGP/2026, Dated- 12-02-2026,** Bid submission dated on **13.02.2026 at 6.00 pm.** Last date of bid submission **upto 3.00 pm** on **20-02-2026.** Technical bid open on **23-02-2026 at 4.00 pm.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat
Bhaluka, Nadia

Durgapur Municipal Corporation
DMC City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

01) Name of the Work : Laying of HDPE Pipeline for Water Connection & Water Tap near Lord Benting School at Nutan Pally at G-Block, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/121(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012085_1 ● Est. Amt: Rs. 92,958.00

02) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured Cable at Natun Pally near Kishore Sangha Club under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/121(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012085_2 ● Est. Amt: Rs. 39,550.00

03) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road and Drain at 4th No. Street Srinagar Pally, Ward No.-20, Booth-130 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/463(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012086_1 ● Est. Amt: Rs. 3,21,540.00

04) Name of the Work : Repairing of Drain at Govt. Wall Kausal Pal Balmiki's House, Ward No.-20, Booth-130 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/463(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012086_2 ● Est. Amt: Rs. 1,18,204.00

05) Name of the Work : Construction of Gaurd Wall opposite of Tagore Path, Sashan Pukur, Ward No.-16, Booth-27 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/474(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012087_1 ● Est. Amt: Rs. 8,33,887.00

06) Name of the Work : Construction of Concrete Road both side of Culvert at Tagore Path, Ward No.-16, Booth-27 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/474(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012087_2 ● Est. Amt: Rs. 1,56,988.00

07) Name of the Work : Construction of Drain from Anandamoyee Singha House to Nepal Panda House, Ward No.-16, Booth-29 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/475(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012088_1 ● Est. Amt: Rs. 1,67,050.00

08) Name of the Work : Construction of Drain at Street No.-4 at Shiv Tala, Ward No.-16, Booth-29 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/475(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012088_2 ● Est. Amt: Rs. 4,55,132.00

09) Name of the Work : Construction of Road at Central Store, Uttar Pally, Ward No.-17, Booth-100 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/514(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012089_1 ● Est. Amt: Rs. 2,80,099.00

10) Name of the Work : Repairing of Road and Construction of Culvert near Shiv Mandir Uttar Pally, Ward No.-17, Booth-100 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/514(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012089_2 ● Est. Amt: Rs. 7,19,480.00

11) Name of the Work : Repairing of Road and Construction of Drain at Amrai Purba Para, Ward No.-12, Booth-19 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/522(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012090_1 ● Est. Amt: Rs. 1,86,055.00

12) Name of the Work : Community Toilet at Amrai Taj Para, Ward No.-12, Booth-19 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/522(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012090_2 ● Est. Amt: Rs. 8,09,538.00

13) Name of the Work : Contruction of Concrete Roads at Street No.-01 & Street No.-03, Sardanagar, Ward No.-12, Booth-11 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/523(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012091_1 ● Est. Amt: Rs. 8,68,253.00

14) Name of the Work : Improvement of Illumination with LED street light fittings at Natun Pally near Shyam Electrical under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/106(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012125_1 ● Est. Amt: Rs. 1,35,475.00
Last Date: **23.02.2026 upto 1:00 PM**

15) Name of the Work : Repairing of submersible pump at Hazrapara Sovapur, AC-276, Booth No.-90, Ward No.-02, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/234(APAS) of 25-26(4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012119_1 ● Est. Amt: Rs.1,02,850.00

16) Name of the Work : Sinking of 1no. new Cylinder type Tube Well at Math Para near Bapu Hazra, AC-276, Booth No.-90, Ward No.-02, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/234(APAS) of 25-26(4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012119_2 ● Est. Amt: Rs.99,189.00

Last Date : **21.02.2026 upto 09.00 AM**
For Details: **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

পার্কিনসন উৎস খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

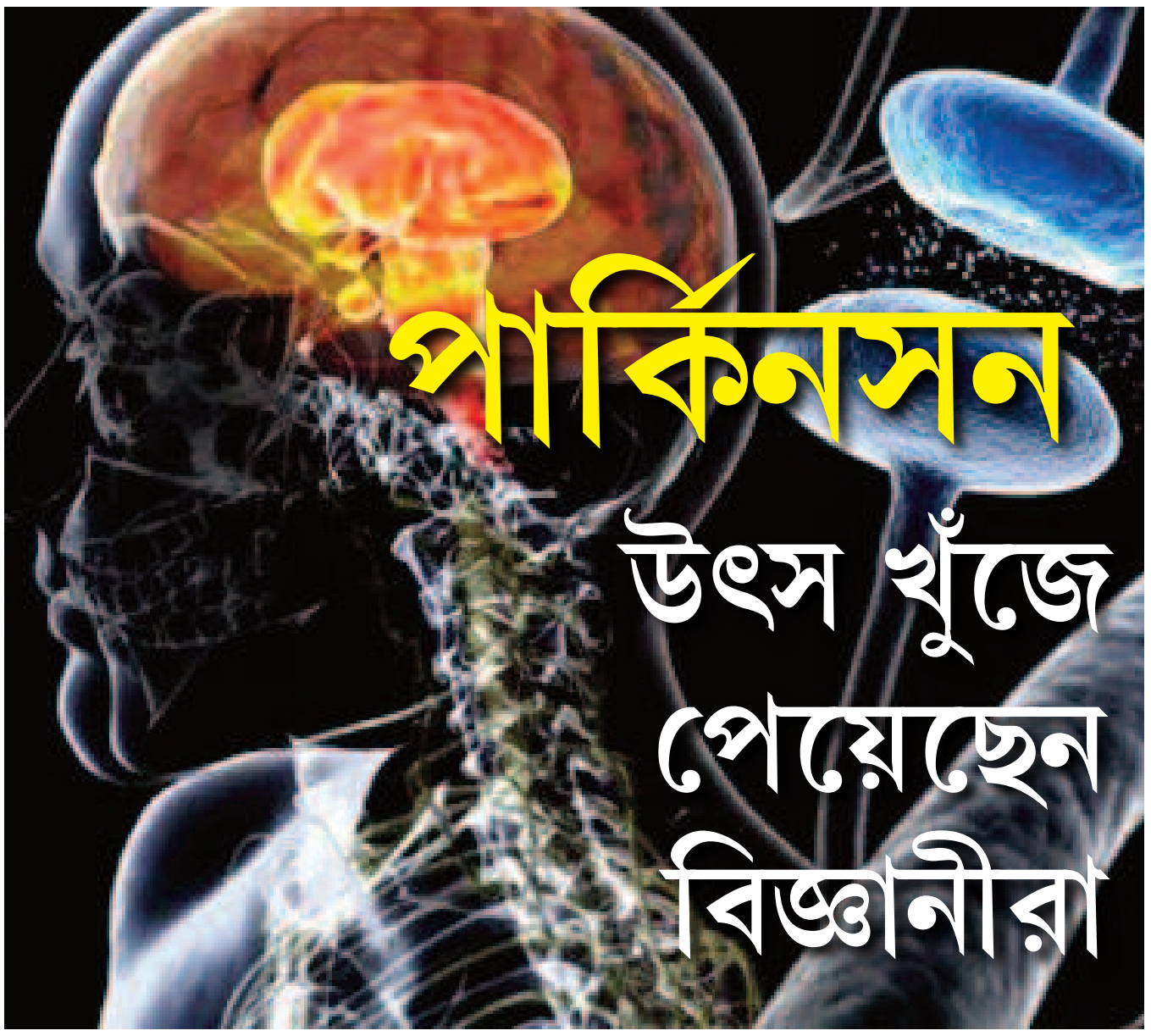

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

পার্কিনসন একটি প্রগতিশীল স্নায়বিক ও অবক্ষয়জনিত রোগ । সারা বিশ্বে ১ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আমাদের দেশে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এই মুহূর্তে দেড় লক্ষের কাছাকাছি। মানব মস্তিষ্কের 'সাবস্ট্যান্টিয়া নাইগ্রা' (Substantia nigra) অংশে নার্ভ কোষ বা নিউরনের মৃত্যু হলে, শরীরের মুভমেন্ট বা নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক 'ডোপামিন'-এর উৎপাদন কমে যায়। ডোপামিন হল মানব মস্তিষ্কের একটি রাসায়নিক যেটি আমাদের পেশী এবং নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক একটি উপাদান।

সাধারণত ৬০ বা তার বেশি বয়সের মানুষজনের মধ্যেই পার্কিনসন রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। তবে, তথ্য অনুযায়ী পার্কিনসন আক্রান্ত ১০ জনের মধ্যে ১ জন থাকেন যার বয়স ৪৫ বছরের কম। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে তরুণদের মধ্যে পার্কিনসন রোগের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই রোগের লক্ষণগুলি সাধারণত বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। রোগের বৈচিত্র্যের কারণেই লক্ষণগুলির অগ্রগতি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে আলাদা হতে পারে।

পার্কিনসনের সাধারণ লক্ষণগুলি হল ক্লান্তি, কাঁপুনি, নড়াচড়ায় অসুবিধা, ঘুমের সমস্যা এবং চিন্তাভাবনা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস। পার্কিনসন রোগ এমন একটি অবস্থা তৈরি করে যেটি মূলত রোগীর নড়াচড়া ও মেজাজকে প্রভাবিত করে এবং সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ করে তোলে।

পার্কিনসন রোগ ঠিক কি কারনে হয় বিজ্ঞানীদের কাছে সেটি আজও অজানা। জিনগত এবং পরিবেশগত কারণগুলিকে সামনে রেখেই এই রোগের চিকিৎসা শুরু হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পার্কিনসন রোগীদের প্রায় ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে জেনেটিক কারণ থাকে, বিশেষ করে জ্রট্টট্রজ্জ২ জিনের মিউটেশন এই রোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়ে থাকে।

পার্কিনসন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করার চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ থেরাপি এবং মস্তিষ্কে উদ্দীপনা তৈরির মতো প্রচলিত ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন চিকিৎসা পদ্ধতি এই রোগের লক্ষণগুলি কমাতে সাহায্য করে , কিন্তু রোগের অবনতি থামাতে পারে না বা এই রোগ নিরাময় করতে পারে না।

কিছুদিন আগে সুইডেনের লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দাবি করছিলেন পার্কিনসন আক্রান্ত হওয়ার কারণে মানব মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হয়, তা সারিয়ে তুলতে 'স্টেম সেল' ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা ইঁদুরের ওপর এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাও পরিচালনা করেন। লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিজেনারেটিভ নিউরোবায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মালিন পারমার বলেন, পার্কিনসন্স রোগের পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় স্টেম সেল প্রয়োগের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। পার্কিনসন ইউকে-এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক আর্থার রোচও বলেন, সুইডেনের ওই গবেষণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি ভবিষ্যতে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারের ধরন কেমন হতে পারে, সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়।

এটি ছিল পার্কিনসন রোগ নিরাময় করার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদক্ষেপ। কিন্তু, পার্কিনসন রোগ কেন হয় সেই বিষয়ে কোনো আলোকপাত এই গবেষণায় করা হয়নি।

অতি সম্প্রতি পার্কিনসন নিয়ে গবেষনার সাথে যুক্ত চীনের একটি নতুন মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ক সংস্থা, চ্যাংপিং ল্যাবরেটরির একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা দল সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করে পার্কিনসন রোগের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলির উৎস হিসেবে মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

গবেষকদল সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (SCAN-স্ক্যান) নামে পরিচিত মানব মস্তিষ্কের একটি নেটওয়ার্কের উপর ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন (TMS) নামের একটি নন-ইনভেসিভ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তারা দেখেছেন, পার্কিনসন রোগী মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিকে ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে উদ্দীপিত করার সময় তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।রোগীদের অবস্থার উন্নতি অন্তত ২.৫ গুণ বেশি দ্রুত হয়েছে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি 'নেচার'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে পার্কিনসন রোগটি মূলত এই বিশেষ নেটওয়ার্কের ত্রুটির সাথে যুক্ত।

গবেষণা দলের সহ লেখক তথা ওয়াশইউ মেডিসিনের নিউরোলজির অধ্যাপক ডেভিড এম. এবং ট্রেসি এস. হোল্টজম্যান বলেছেন, 'এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে পার্কিনসন একটি সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক বা স্ক্যানের রোগ। গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আপনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 'স্ক্যান' লক্ষ্য করেন তবে আপনি পার্কিনসনকে আগের চেয়ে আরও সফলভাবে চিকিৎসা করতে পারবেন।'

সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক বা স্ক্যান হল মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্সে অবস্থিত একটি নব-আবিষ্কৃত নেটওয়ার্ক, যা শারীরিক নড়াচড়া, মানসিক পরিকল্পনা এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থার, যেমন- হৃদস্পন্দন, ব্যথা ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষক ডসেন বাখ এবং গর্ডন ২০২৩ সালেই এই নেটওয়ার্কের আবিষ্কার করেছিলেন। এই নেটওয়ার্ক মানুষের 'মন-শরীরের সংযোগ' ব্যাখ্যা করে।

নতুন এই গবেষণা প্রমাণ করেছে পার্কিনসনকে এখন কেবল একটি 'মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার' বা পেশি সঞ্চালনজনিত সমস্যা হিসেবে না দেখে একটি 'স্ক্যান ডিসঅর্ডার' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে।

এই গবেষণায় গবেষক দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের ৮০০ জনেরও বেশি রোগীর মস্তিষ্কের ইমেজিং ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণায় পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত সেই সব ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া হয়েছিল যারা ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন , ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন, ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড স্টিমুলেশন এবং ওষুধের মতো নন-ইনভেসিভ থেরাপি গ্রহণ করেছেন। এদের সাথে সুস্থ ও স্বাভাবিক কিছু মানুষকেও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

গবেষকরা দেখেছেন যে পারকিনসন রোগটি স্ক্যান এবং সাবকর্টেক্সের মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী সংযোগ দ্বারা চিহ্নিত, যা মস্তিষ্কের আবেগ, স্মৃতি এবং মোটর নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত একটি অঞ্চল।

গবেষণায় দেখা গেছে, পার্কিনসন আক্রান্ত রোগীদের মস্তিষ্কে স্ক্যান-এর সাথে সাবকর্টেক্সের সংযোগ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । এই অতিরিক্ত সংযোগই কাঁপুনির মতো শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি ঘুম, রক্তচাপ ও মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে।

গবেষকেরা প্রতিটি রোগীর মস্তিষ্কের স্ক্যান-এর সঠিক অবস্থান মানচিত্রের (Brain Mapping) মাধ্যমে খুঁজে বের করেছিলেন। এর ফলে সাধারণ থেরাপির বদলে নির্দিষ্ট স্থানে চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল, যা পার্কিনসনের কাঁপুনী কমাতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর রেডিওলজি বিভাগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং এই গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষক জুহং 'জে' লিউ বলেছেন, 'কয়েক দশক ধরে, পার্কিনসন রোগটি মূলত মোটর ঘাটতি এবং মস্তিষ্কের পেশীর নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণকারী অংশ বেসাল গ্যাংলিয়ার সাথে যুক্ত। আমাদের গবেষণা প্রমাণ করেছে এই রোগটি অনেক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কর্মহীনতার মধ্যে নিহিত। স্ক্যান পার্কিনসন রোগের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সাথে হাইপারকানেক্টেড বা অতি সক্রিয় ভাবে যুক্ত।'

এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর গবেষকেরা এমন একটি নির্ভুল চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করছেন যেটি অস্ত্রোপচার ছাড়াই এবং নির্ভুলতার সাথে স্ক্যান লক্ষ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে । এখানে ট্রান্সক্র্যানিয়াল চৌম্বকীয় উদ্দীপনা ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটি মাথার ত্বকে স্থাপন করা একটি ডিভাইসের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চৌম্বকীয় পালস সরবরাহ করবে।

সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রোমাঞ্চকর গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই নতুন ধারাটি মূলত 'নিউরোপ্লাস্টিসিটি' এবং 'টার্গেটেড স্টিমুলেশন'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

জুহং 'জে' লিউদের এই গবেষনা মূলত 'ব্যক্তিগতকৃত নিউরোমোডুলেশন' বা 'প্রিসিশন মেডিসিন'-এর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। নতুন গবেষণায় চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে স্ক্যান-এর সংকেত দেখে কয়েক বছর আগেই পার্কিনসন রোগটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। যেহেতু এই নেটওয়ার্কটি রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দনের সাথেও যুক্ত, তাই এটি শরীরের প্রাথমিক পরিবর্তনগুলো আগেই ধরতে পারে।

নতুন এই আবিষ্কার পার্কিনসন চিকিৎসায় দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেল্‌থ (গুজ্জছ) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সংস্থারও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। Turing Medical এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতিমধ্যেই এই গবেষণাকে ল্যাবরেটরি থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য বড় আকারের ট্রায়াল শুরু করেছে, যাতে সাধারণ রোগীরাও এই প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারেন।

গবেষকদের আশা তাদের নতুন এই গবেষণা ভবিষ্যতে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় আরও উন্নত ও নিরাপদ চিকিৎসার পথ প্রশস্ত করবে।

করোনা থেকে নিপা, লক্ষ্য হোক সচেতনতা ও সুস্থতা

পার্থজিৎ বণিক

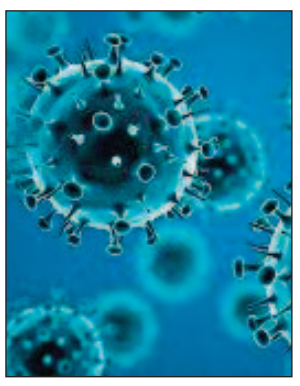

বিগত কয়েক বছরে বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের তাণ্ডব আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে, সংক্রামক ব্যাধি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। সময় এগিয়েছে, স্বজন হারানোর বেদনা হয়ত কিছুটা কমেছে, পাশাপাশি কেটেছে করোনার রেশ। তবে এখন নতুন করে জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে 'নিপা ভাইরাস'। যদিও করোনা এবং নিপা ভাইরাসের প্রকৃতি ও ছড়িয়ে পড়ার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিষয় অভিন্ন- আর তা হলো সচেতনতা। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে যেকোনো মহামারী বা সংক্রমণ রুখে দেওয়া সম্ভব।

করোনা আমাদের শিখিয়েছে মাস্ক পরা, হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্বের গুরুত্ব। নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও আমাদের সেই সতর্কতার অভ্যাস গুলো কাজে লাগাতে হবে। নিপা মূলত বাদুড় থেকে মানুষের দেহে ছড়ায়। শীতকালে কাঁচা খেজুরের রস পান করা আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় সংস্কৃতি হলেও, এই রসই এখন নিপা সংক্রমণের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করোনার তুলনায় নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের হার কম হলেও এর মৃত্যুহার অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ঢছঞ্জ) এর মতে, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার ৪০ু থেকে ৭৫ু পর্যন্ত হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রদাহ (এনসেফালাইটিস) বা মারাত্মক শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। যেহেতু এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক বা টিকা নেই, তাই ব্যক্তিগত সচেতনতাই আমাদের প্রধান ঢাল। আতঙ্কিত না হয়ে সহজ কিছু নিয়ম মেনে চলাই আপাতত যথেষ্ট। খেজুরের রস বাদুড়ের লালা বা মলমূত্র দ্বারা দূষিত হতে পারে। তাই যেকোনো মূল্যে কাঁচা রস পান করা বন্ধ করতে হবে। পাখি বা বাদুড়ে খাওয়া অর্ধেক ফল বা মাটিতে পড়ে থাকা ফল ভুলেও খাওয়া উচিত নয়। বাজারের ফল ভালো করে ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার যে শিক্ষা আমরা করোনা থেকে পেয়েছি, তা নিপা প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর।

সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ গুলো অনেকটা সাধারণ জ্বরের মতো (জ্বর, মাথাব্যথা, গলা ব্যথা ও পেশিতে ব্যথা)। তবে দ্রুতই এটি মারাত্মক আকার ধারণ করে জ্ঞান হারানো বা তীব্র শ্বাসকষ্টের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর লক্ষণ দেখা দিতে সাধারণত ৪ থেকে ১৪ দিন সময় লাগে, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

নিপা শুধু রস বা ফলের মাধ্যমে ছড়ায় না, এটি আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা লালার মাধ্যমে অন্য সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে।

বাদুড় থেকে এই ভাইরাস মাঝে মধ্যে শুকর বা অন্যান্য গবাদি পশুর মাধ্যমেও মানুষের কাছে আসতে পারে। তাই পশু পালনের ক্ষেত্রেও পরিচ্ছন্নতা জরুরি।

করোনা আমাদের শিখিয়েছে যে, একজন অসচেতন মানুষ পুরো সমাজের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও তাই। গ্রামীণ এলাকায় যেখানে সচেতনতা কম, সেখানে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। গুজব ছড়ানো বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর আস্থা রাখতে হবে।

রোগের চেয়ে আতঙ্ক অনেক সময় বেশি ক্ষতি করে। করোনাকে আমরা জয় করেছি ধৈর্য আর সচেতনতা দিয়ে। নিপা ভাইরাসকেও একইভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আর একটুখানি সতর্কতা আমাদের জীবনকে নিরাপদ রাখতে পারে। মনে রাখবেন, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম।

স্বাস্থ্য রক্ষায় পান্তাভাত

ডা শামসুল হক

পান্তাভাতের নাম শুনলে অনেকেই হয়তো ভ্রু কুঞ্চিত করে থাকেন। আর সেই ভাত খেতে অনেকে অনীহা প্রকাশও করে থাকেন । অনেকে আবার এমনও ভাব দেখান যেন সেই ভাত খেলে নষ্ট হয়ে যাবে তাঁর আভিজাত্যও। কিন্তু সেই বস্তুর মধ্যে যে লুকিয়ে আছে কি অসীম গুণাগুণ সেটা ভাবলে সত্যি সত্যিই ভীষণ অবাক হতে হয়।

তবে গ্রামগঞ্জে আছে এর অতিরিক্ত কদর। বিশেষ করে চাষী ও মজদুর মহলে এই খাবারের চাহিদা যে কি বিশাল সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন । আর গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহে তো কোন কথাই নেই । এমন অনেক মানুষের সন্ধান আবার পাওয়া গেছে যাদের কাছে সেইসময় জল ঢালা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাতটা যেন একেবারেই অমৃত সমান । তখন পোলাও কিংবা বিরিয়ানিও যেন হার মেনে যায় সেই সস্তার দেশীয় খাবারের কাছে ।

পান্তাভাত মোটামুটিভাবে খাওয়া হয় জলখাবার হিসাবেই । এর মধ্যে আছে নানান ধরণের পুষ্টিকর খনিজ পদার্থের সমাহার । আছে ক্যালসিয়াম, জিংক , ম্যাগনেসিয়াম , পটাশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-সি ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এইসব মূল্যবান পদার্থগুলো সাধারণ ভাতের থেকে পান্তাভাতে পাওয়া যায় অনেক বেশি পরিমাণেই । জলের সংস্পর্শে আসার কারণেই অবশ্য ঘটে তেমনটা । আর আমাদের শরীর আবার সেগুলোকে গ্রহণ করেও নিতে পারে অতি সহজেই ।

পান্তাভাতকে সাধারণত সংরক্ষণের কারণেই জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয় । আবার বহুক্ষণ তা জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে বলে বাতাস বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে না । মূলতঃ জলের মধ্যেই ভাতগুলো ডুবন্ত অবস্থায় থাকে বলে ভাতের ফারমেন্টেশন বা গাঁজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় আর তারপরেই ভেঙে যেতে থাকে ভাতের মধ্যে থাকা কার্বোহাইড্রেট এবং সেইসঙ্গেই ঘটে যায় ভাতের গুনাগুনের আমূল পরিবর্তনটাও । বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন , এই পন্তাভাতের মধ্যে উপস্থিত থাকা নানান উপাদান এবং পদার্থ সমূহের দৌলতেই মনুষ্য শরীরে আপনা আপনিভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও। পাশাপাশি রক্তের মধ্যে বেড়ে যায় অক্সিজেনের মাত্রাও। ক্যালসিয়ামের আধিক্য হেতু দেহের হাড় বেশ মজবুত হয় ।

পান্তাভাতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম জন্মাতে পারে বলেই মানব দেহ যে এনজাইম নিঃসৃত করে তাও বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার ফলস্বরূপ পরিপাক ক্রিয়াটিও সুসম্পন্ন হয় অতি সহজেই । আর এর ফলেই আমাদের ক্ষুধা বাড়ে এবং দূর হয় কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের সমস্যাও ।

প্রয়োজনীয় বিটা - সিটোস্টেরন সহ আরও অনেক উন্নত মানের মেটালাইটস অতি সহজেই মেলে এই পান্তা মধ্যেই । আর তাদের দৌলতেই আপনা থেকেই বেড়ে যায় আমাদের শরীরের এনার্জিও । আবার সেইসঙ্গে কমে যায় দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রাও । পান্তাভাতের এই বিশেষ গুণাগুণ যে মানবজীবনের কাছে কতখানি কল্যাণকর তা বলে বোঝানো সত্যিই সম্ভব নয় ।

পান্তাভাতের মধ্যে আছে ল্যাকটিক অ্যাসিডের মতো অতি উপকারী এক ব্যাকটেরিয়ার সমাহার। একজন মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এর ভূমিকা সত্যিই বিশাল । আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে যে ক্লান্তির উদয় হয় তা অতি সহজেই দূর করতে পারে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড ।

এখনও পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই খুঁজে পাওয়া যায় নি পান্তাভাতের মধ্যে । তবে এই পদ্ধতিতে ভাতের ফারমেনন্টেশন হয় বলে এর মধ্যে আপনা থেকেই তৈরী হয় একটা অ্যালকোহলিক উপাদান । ফলে এটা খাবার কিছুক্ষণ পরেই আসে একটা ঘুম ঘুম ভাব । সুতরাং পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ জল দিয়েই ভাত ভিজিয়ে রাখা দরকার। তা না হলে হতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও।

পান্তাভাত সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতুতেই সংরক্ষিত করা হয় মানুষের নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদেই। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তো কোন কথাই নেই । মূলতঃ সেইসব এলাকার আবহাওয়া উত্তপ্ত থাকার কারণেই একটু অসতর্ক হলেই নষ্ট হয়ে যায় রান্না করা ভাত সহ অন্যান্য সব তরিতরকারীও। অন্যান্য খাবারের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও ভাতকে কিন্তু রক্ষা করা যায় একটু চেষ্টা করলেই । জলের মধ্যেই ডুবিয়ে রাখলে তা অতি নিশ্চিন্তেই সংরক্ষিত থাকতে পারে বেশ কয়েক ঘণ্টা অবধি । আর তাতে তার খাদ্যগুণ নষ্ট তো হয় ই না, শরীরের পক্ষে সেটা ভীষণ উপযোগীও।